একক ১২২ ❑ মাধ্যম বৈচিত্র্য ও প্রতিবেদনের রকমফের

গঠন

১২২.১ উদ্দেশ্য

১২২.২ প্রস্তাবনা

১২২.৩ মূলপাঠ

১২২.৪ প্রতিবেদনের নমুনা

১২২.৫ সারাংশ

১২২.৬ অনুশীলনী

১২২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১২২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি নিচের সামর্থ্যগুলি অর্জন করবেন, এককটি উপস্থাপনার এটাই উদ্দেশ্য—

- মাধ্যম স্বাতন্ত্র্যে প্রতিবেদনের পার্থক্য কীরকম হয় তা আপনি বুঝতে পারবেন।
- নিউজ এজেন্সিতে প্রতিবেদকের ভূমিকা কী তা আপনি জানতে পারবেন।
- নিউজ এজেন্সিতে কীভাবে সংবাদ এসে পৌঁছোয় সে সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা গড়ে উঠবে।
- রেডিও-য় প্রতিবেদন কীভাবে উপস্থাপিত হয়, তা ক'ভাগে ভাগ করা যায় সে বিষয়ে আপনি জানতে পারবেন।
- টি. ভি.-র জন্য কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় সে-বিষয়ে আপনি গড়ে নিতে পারবেন একটি স্বচ্ছ ধারণা।
- সংবাদপত্রের উপযোগী প্রতিবেদনের সঙ্গে দূরদর্শনে সম্প্রচারার্থে তৈরি প্রতিবেদনের পার্থক্যটি বুঝতে পারবেন।

- আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন বলতে কী বোঝায় তা জানা যাবে এখানে।
- কোনো প্রতিষ্ঠানের সচিব, সংগঠনের সম্পাদক হিসাবে কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় তা আপনি বুঝতে পারবেন।
- প্রতিবেদনের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে আপনি কিছু কিছু ধারণা তৈরি করে নিতে পারবেন।

১২২.২ প্রস্তাবনা

এটা আজ আর অস্বীকার করা যায় না যে, মানবসভ্যতা নিরন্তর এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠাকে সঙ্গে নিয়েই ঘটেছে তার ক্রমিক উন্নয়ন। চলছে অবিরত দখলের লড়াই, ক্ষমতা সম্প্রসারণের মরিয়া প্রয়াস। তৈরি হচ্ছে জটিলতর পরিস্থিতি। আর সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার সক্রিয়তা, গণমাধ্যমগুলির বিশাল ভূমিকা। বস্তুত কারিগরি ও বিজ্ঞানের জগতে নিত্য-নতুন উদ্ভাবন পাল্টে দিচ্ছে বিশ্বব্যাপী সমাজ-ব্যবস্থাকে। বড্ড দ্রুত লয়ে ঘটে যাচ্ছে পরিবর্তন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও প্রভাব বিস্তার করছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, গণমাধ্যম।

ঘটছে চিন্তার বিস্ফোরণ। বদলে যাচ্ছে ভাষা, সমাজ, বিশ্বব্যবস্থা। আর সেই ব্যবস্থায় প্রচলিত ভাষা কোনভাবেই প্রতিবন্ধক নয়। কেননা বিশ্ব জুড়ে কারিগরি ও বিজ্ঞানের জগতে নতুন ভাষার আমদানি হয়ে গিয়েছে।

একথা ঠিক যে বিশ্বজুড়ে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা প্রায় ৩,৫০০ হলেও তার মধ্যে কম-বেশি ৫০০টি ভাষার রয়েছে লিপি-বৈচিত্র্য। এর মধ্যেও আবার ২০০টি লিখন-শৈলী ঐতিহ্যের অধিকারী। ১০০টি ভাষার তো কোনো বর্ণমালাই নেই। কোনো কোনো অঞ্চলে, দেশে-দেশে প্রচলিত মৌখিক ভাষার সংখ্যাধিক্য কম সমস্যা তৈরি করেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কেবলমাত্র আফ্রিকাতেই প্রচলিত হয়েছে ১,২০০টি মৌখিক ভাষা। আমাদের দেশেও সরকারি ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত শিষ্ট ভাষার চেয়ে ১০০ গুণ বেশি রয়েছে আঞ্চলিক ভাষা ও বুলি—যাতে সাধারণ মানুষ কথা বলে থাকেন। ভারতে প্রচলিত এরকম ভাষার সংখ্যা কম করেও ১,৬৫০; সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে এর সংখ্যা ছিল ৮৯; ঘানায় ৫৬ এবং মেক্সিকান ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ২০০ রকমের ভাষা অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষা ও বুলি বিদ্যমান।

তবে ভাষার এই সংখ্যাধিক্য, ব্যাপকতা, জটিলতা, বিচিত্রতা গণমাধ্যমের প্রসারে কোনো রাশ টেনে ধরেনি। বরং ছবির ভাষা আন্তর্জাতিক, অভিনয়ের মুদ্রা সর্বজনীন, সংগীতের আবেদন চিরন্তন।

তাই সংবাদপত্র যেখানে নাক গলাতে পারেনি সেখানে দূরদর্শন, বেতারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সহজেই। আবার দূরদর্শন, বেতার ইত্যাদিতে পুরনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যখন শ্রমসাধ্য তখন সাক্ষরদের কাছে সংবাদপত্রের ছাপানো তথ্য থেকে যায় হাতের মুঠোয়।

সব মিলিয়ে গণমাধ্যমগুলিই মেটায় মানুষের সংবাদক্ষুধা, গড়ে তোলে বিশ্ববোধ। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের পাশাপাশি অন্যান্য মাধ্যমগুলির প্রতিবেদন পালন করে এক সদর্থক সৃজনশীল ভূমিকা। সেই অন্যান্য মাধ্যমের প্রতিবেদন রচনার স্বাতন্ত্র্যদীপিত অবদানটি এখানে আলোচিত। পাশাপাশি দেখানো হয়েছে ব্যবহারিক জীবনে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার জেরে কীভাবে তৈরি করতে হয় আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন।

১২২.৩ মূলপাঠ

সংবাদপত্রের জন্য কীভাবে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় তার পদ্ধতি ও কৌশল আপনি নিশ্চয়ই এর মধ্যে আয়ত্ত করে ফেলেছেন। কিন্তু টি.ভি, রেডিও-র জন্য কীভাবে প্রতিবেদন রচনা করবেন সেটা হয়তো এখনও রপ্ত করে উঠতে পারেন নি। আসলে পার্থক্যটা খুব বিরাট নয়। মূল পদ্ধতি একই। তবে যেহেতু মাধ্যম স্বতন্ত্র তাই কিছুটা পার্থক্য থেকেই যায়। তাছাড়া সময়ের ব্যাপারটাও বেশ বড়ো, গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্রের পাঠক ইচ্ছে করলে রয়ে-সয়ে খবরটি মনে মনে পড়ে নিতে পারেন। সেখানে কোনও তাড়াহুড়ো নেই। কিন্তু দূরদর্শন, আকাশবাণীর ক্ষেত্রে সেটি হবার জো নেই। সেখানে সময় সংক্ষিপ্ত এবং নির্দিষ্ট। যত কম কথা খরচ করে যত বেশি সংখ্যক সংবাদ ধরানো যাবে ততই দর্শক বা শ্রোতার চাহিদা পূরণ হবে। কাজে কাজেই রেডিও বা টিভির জন্য যখন প্রতিবেদন তৈরি করবেন তখন সময়ের ব্যাপারটাকে অগ্রাধিকার দেবেন।

সত্যি কথা বলতে কী, সংবাদপত্রে আপনি নিজেই যেমন ছাপানো খবরগুলো মনে মনে পড়েন, বিশ্লেষণ করেন বা তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দেন বন্ধুবান্ধব প্রিয়জনের সঙ্গে কোনো সংবাদ নিয়ে, সেরকম কোনো সুযোগ বা সময় আপনি পাবেন না টিভির সংবাদ নিয়ে আলোচনা করার। বেতারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রায় প্রযোজ্য। টিভিতে, রেডিওয় আপনি বিভিন্ন ঘটনার রিপোর্ট পান সরাসরি সংবাদপাঠকের মুখ থেকে। মনে রাখবেন, দূরদর্শনে প্রথম সংবাদ ও ছবি আসে নিউজরুম বা সংবাদকক্ষে। সেখানে থাকেন বার্তা সম্পাদক বা নিউজ এডিটর বা ভারপ্রাপ্ত কোন সংবাদিক-ব্যক্তিত্ব। নিউজ ও ছবি যা আসে সেগুলি তিন রকমের। তা হল, চলমান চিত্র, স্থির ছবি ও রিপোর্ট বা প্রতিবেদন বা সংবাদ-কাহিনী। নানাভাবে এইসব প্রতিবেদন ও ছবি আসে। টেলিপ্রিন্টার, ফ্যাক্স, ই-মেল, স্যাটেলাইট ইত্যাদিই সাধারণত

এসব খবর ও ছবির বাহন। ব্যাক্তিগতভাবে কেউ কেউ সংবাদ দিয়ে যান যেমন তেমনি দূরদর্শনের প্রতিবেদক, ক্যামেরাম্যানও ঘটনাস্থলে হাজির থেকে খবর, ঘটনা, ছবি তুলে আনেন। বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহক প্রতিষ্ঠান বা নিউজ এজেন্সি (যেমন এপি, রয়টার্স, পিটিআই ইত্যাদি এবং অন্যান্য) গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ হাসপাতাল-প্রশাসন-রাজনৈতিক দল বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতাবাস-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-পৌরসভা-ট্রেড ইউনিয়ন-বিভিন্ন গণসংগঠন ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরের প্রতিষ্ঠান থেকে খবর, চলমান চিত্র, স্থির ছবি সংগ্রহ করা হয়। একাজে যুক্ত থাকেন টিভি-রিপোর্টার, চিত্র-সাংবাদিকসহ স্ট্রিংগাররা। এই শেষোক্ত চিত্র-সাংবাদিকরা হলেন ফ্রি-লান্স। এঁরা অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন টি.ভি. চ্যানেল বা প্রতিষ্ঠানে ছবি বিক্রি করে থাকেন। এঁরা ছবি ও সংবাদের সংক্ষিপ্তসার ক্যাসেটে বন্দি করে বার্তা সম্পাদক বা সংবাদকক্ষের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের হাতে তুলে দেন। তারপর নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত ও প্রাপ্ত সংবাদ এবং চিত্রসমূহ নির্বাচন, সম্পাদন করেন একজন প্রযোজক ও বার্তা-সম্পাদক যৌথভাবে। প্রয়োজন মাফিক গ্রাফিক্স আর্টিস্টও এ ব্যাপারে সাহায্য করেন। কেননা দৃশ্যনন্দনের ব্যাপারটাও টি.ভি.র পক্ষে জরুরি। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত প্রতিদিনই তৈরি হয় নির্বাচিত সংবাদ ও ছবির তালিকা।

নিউজ এজেন্সিতেও রয়েছে প্রতিবেদকের কাজ। সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কর্মযজ্ঞ বিশাল। সেই কর্মযজ্ঞে প্রতিবেদকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা নিউজ এজেন্সির সংবাদের প্রধান সূত্র বা উৎসই হলেন প্রতিবেদকরা। নিচের রেখাচিত্রে দেখানো যাচ্ছে নিউজ এজেন্সির বহুবিচিত্রতর কাজের বহর, তাদের সংবাদপ্রাপ্তির সূত্র, উৎস ও গ্রাহক কারা তা।—

উৎস / সূত্র		**নিউজ এজেন্সি**		**গ্রাহক**
প্রতিবেদক	→		→	বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা
সরকারি বুলেটিন ও সাংবাদিক সম্মেলন	→		→	রেডিও, টি.ভি. স্টেশন
স্থানীয় কন্ট্রিবিউটর	→		→	নানাবিধ কর্মযজ্ঞ বা নেটওয়ার্ক
বৈদেশিক সংবাদদাতা	→		→	স্থানীয় পত্রপত্রিকা
স্থানীয় পত্র-পত্রিকা	→		→	বিভিনন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান
অন্যান্য নিউজ এজেন্সি	→		→	পৌরসভা ও স্থানীয় প্রশাসন
রেডিও, টি.ভি. ইত্যাদি	→		→	অন্যান্য গণমাধ্যমের সংবাদদাতা

বলাইবাহুল্য, সংবাদপত্রের প্রতিবেদকের তুলনায় নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদকের কাজ মোটামুটিভাবে একইরকম হলেও পার্থক্য রয়েছে রচনার সংহতি সাধনে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে তবু খানিকটা

শিথিলতা চলতে পারে, কিন্তু নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে সামান্যতম মেদ-ও কাঙ্খিত নয়। এখানে মিতকথনই কাম্য। ভাষা অবশ্য হবে চাবুকের মতো। অর্থাৎ নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে কাম্য হল—

- তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা
- ভাবপ্রকাশে যথাসাধ্য সংহতিসাধন ও সংক্ষিপ্ততা
- বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রতি জোর
- দ্রুততা অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি প্রতিবেদন তৈরির সক্ষমতা
- প্রামাণিকতা
- নিজস্বতা
- প্রতিবেদনের গঠন হবে ওল্টানো পিরামিডের মতো।

নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে বস্তুনিষ্ঠতাই সবচেয়ে বেশি কাম্য। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক হিসাবে আপনি কিছু কিছু সমস্যায় পড়তেও পারেন কখনো-সখনো। বিশেষ করে বস্তুনিষ্ঠতা-ও পক্ষপাতশূন্যতা নিয়ে বরাবরই দেশে দেশে একটা বিতর্ক থেকে গেছে, যা সবসময়েই তাড়া করে ফেরে সাংবাদিককে। অথচ আজ পর্যন্ত এই বিতর্কের শেষ হয়নি, সুষ্ঠু সমাধানও রয়ে গেছে সুদূরপরাহত। 'পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতা' বলে কোনো শব্দ হয় কিনা, তা নিয়েও রয়েছে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক, যদিও ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজ এজেন্সিগুলো সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করে। সমাজ যেখানে শ্রেণিবিভক্ত সেখানে সংবাদেও কি নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব? মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটি সংবাদেরই রয়েছে একটি সামাজিক মূল্য, সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা শব্দটি অনেকের কাছে সোনার পাথর বাটি বলে মনে হয়। তবে প্রতিবেদনের শেষে বা মধ্যে যাতে প্রতিবেদক কোনভাবে নিজের কোন মন্তব্যের অনুপ্রবেশ না ঘটান—সে ব্যাপারে ব্রিটেন ও মার্কিন দেশের নিউজ এজেন্সিগুলো সজাগ থাকে। এমন কি, এ ব্যাপারে তাঁদের দিয়ে কড়ার করিয়েও নেন। তাঁদের মতে—

- প্রতিবেদন কেবল তথ্য প্রদান করবে;
- তথ্যের ওপর প্রতিবেদকের কোনো মন্তব্য করার অধিকার নেই;
- সংবাদ উপস্থাপনায় বস্তুনিষ্ঠতাই প্রথম ও শেষ কথা;
- প্রতিবেদন পাঠানোয় বা পরিবেশনে সবরকম পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনই পরিত্যাজ্য;
- পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো মনোভাবই যাতে প্রতিফলিত না হয় সেভাবেই বক্তাদের ভাষণ প্রতিবেদনে স্থান পাবে;

- বিতর্কিত কাহিনীও পাঠাতে হবে ভারসাম্য রক্ষা করে, পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে;
- নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদককে খেয়াল রাখতে হবে যে, এজেন্সি কোন কিছুর বিচারক নয়, নিছকই তথ্যসংগ্রাহক ও প্রেরক।
- কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন প্রতিবেদকের কাছে অনভিপ্রেত, যদিও রাজনৈতিক সচেতনতা অপরিহার্য;
- বিভিন্ন দল, জনগোষ্ঠী, জাতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলেও প্রতিবেদক কোনও পক্ষ অবলম্বন করবেন না। নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদক হিসাবে যদি আপনি সাফল্য পেতে চান তাহলে আপনার মধ্যে যে-যে বৈশিষ্ট্য থাকবে বলে আশা করা যায় সেগুলো হল—
- প্রথাগত ও অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ব্যাপক ও গভীর শিক্ষা ও জ্ঞান;
- রাজনৈতিক চেতনাবোধ-এ সজাগ মানসিকতা;
- বাস্তবকে সম্যক উপলব্ধি করেই সত্য বলার নির্ভীকতা;
- যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সত্য ও প্রাগসরতার পক্ষে দাঁড়ানোর মতো সাহস;
- কিছু অর্থ উপার্জন নয়, বরং জনস্বার্থেই নিজেকে নিযুক্ত রাখা অর্থাৎ থাকবে সাংবাদিকের অঙ্গীকার;
- দায়িত্ববোধ ও সময় সচেতনতা;
- পর্যবেক্ষণক্ষমতা;
- ভালোভাবে কথা বলা ও দ্রুত লিখবার দক্ষতা।

পাশাপাশি প্রতিবেদক হিসাবে নিজেকে সবসময় প্রস্তুত রাখবেন যে-কোনো জায়গায় যাবার জন্য, যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্য থাকবেন মানসিকভাবে তৈরি। এটা তো ভুলে গেলে চলে না যে, প্রতিবেদন রচনা নিছক কোন জিনিস দেখা ও তার নীরস বর্ণনা নয়, আরো অনেক কিছু বেশি। সাংবাদিক হিসাবে আপনিও সমাজবদলের, সময়বদলের, ভাবনাবদলের একজন শরিক। আপনার অঙ্গীকার সময়ের কাছে, সমাজের কাছে, সাংবাদিকতার সত্যনিষ্ঠতার কাছে। এর জন্য আপনাকে নিতে হতে পারে দীর্ঘ প্রস্তুতি। চলতে হবে আপনাকে পরিকল্পনামাফিক।

তা করতে গেলে প্রথমেই নিজের জ্ঞানভান্ডারটিকে সচল, সমৃদ্ধ ও আধুনিকতম তথ্যে ভরাট করে রাখবেন। যে-কোন ঘটনার প্রেক্ষাপট বিশদভাবে জানা দরকার। যে বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে আপনি নির্দেশিত হবেন সে-বিষয়ে সম্ভাব্য যাবতীয় তথ্য চটপট জোগাড় করে মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে

নেবেন। অবশ্য এসব সংবাদপত্রের জন্য প্রতিবেদন রচনার সঙ্গে নিউজ এজেন্সির জন্য প্রতিবেদন রচনার বিশেষ কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। তা সত্ত্বেও নিউজ এজেন্সির জন্য প্রতিবেদন তৈরির সময় আপনি একে একে যে ধাপগুলো অতিক্রম করবেন, বা করলে ভালো হয়, তার উল্লেখ করা গেল।—

[প্রতিবেদন রচনার স্তরবিন্যাস
দ্রুত কাজ করা অবশ্য কর্তব্য]

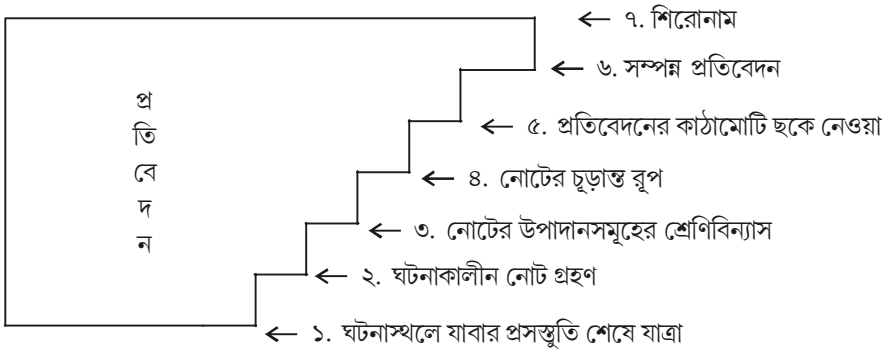

নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদকের কাজ, তার পদ্ধতি বিষয়ে সংক্ষেপে যা না-বললেই নয়, তারই উল্লেখ করা হল। আশা করি, ব্যাপারটা অনুধাবন করতে অসুবিধে হবে না। প্রসঙ্গত নিউজ এজেন্সিতে কীভাবে সংবাদ আসে বা সংবাদের উপকরণ জোগাড় করা হয় তা একটি চিত্রের সাহায্যে দেখানো যাক।

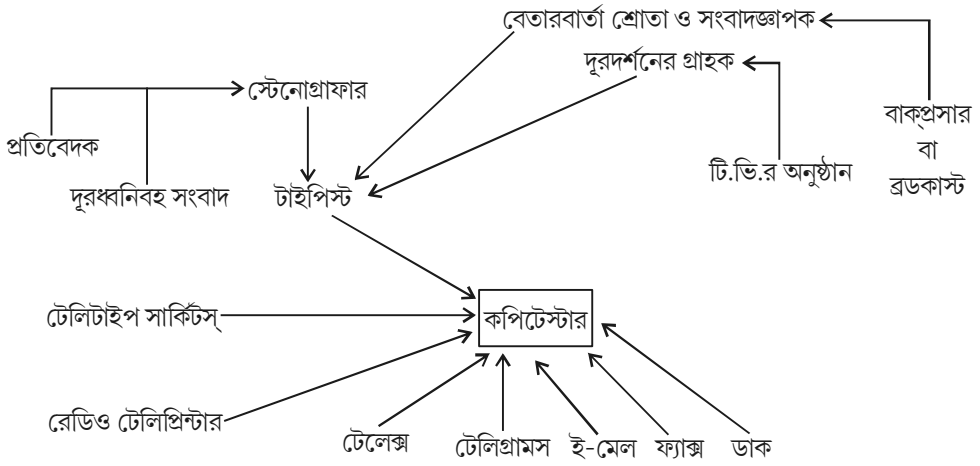

এখন আমরা দৃষ্টি ফেরাতে পারি বেতারকেন্দ্রের দিকে। রেডিও-য় রিপোর্টারের কাজ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই বেতার-প্রতিবেদকদের কাজের ধারার পরিচয় জানা জরুরি বলেই বিবেচিত হয়।

একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমকালীনতা, প্রাসঙ্গিকতা, গতিময়তা ও নমনীয়তার দিক থেকে খুবই কার্যকর ও প্রভাববিস্তারী গণমাধ্যম হল রেডিও বা বেতার। আকাশবাণীর সহযোগিতাতেই সাংবাদিকতার বিষয় (যেমন সংবাদ, খবরকে ঘিরে আলোচনা, সমাজজীবনের একেবারে হালফিলের সমস্যা ইত্যাদি) ও শৈল্পিক অনুষ্ঠানগুলি শ্রোতাদের মধ্যে দ্রুত প্রচার লাভ করে। রাষ্ট্রীয় সীমানাকে অতিক্রম করে বহু দূরবর্তী অঞ্চলের জনগণের ভিতর পৌঁছে যায় বেতারের অনুষ্ঠান। এভাবেই বি.বি.সি.র প্রচারিত খবর যেমন আমরা শুনতে পাই ভারতবর্ষে তেমনি চিনের, জার্মানির, জাপানের, ইউ.এস.এ.-র সম্প্রচারিত সংবাদ পাই নির্দিষ্ট সময়ে। অবশ্যই এর পিছনে কাজ করে বেতারকেন্দ্রের ট্রান্সমিটারের ক্ষমতার মতো কারিগরি ও বস্তুগত উপকরণের উৎকর্ষ।

সংবাদপত্রের মতো রেডিও-ও এক ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাকে প্রায় সময়েই ব্যবহৃত হতে দেখা যায় দেশের শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা দলের প্রচার কার্যের ভূমিকায় এবং তাঁরাও একে ব্যবহার করেন জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে, শাসকদলের আদর্শের দিকে টেনে নিতে, তাঁদের কাছে খবরাখবর পৌঁছে দিতে এবং সংগঠিত করতে। সঙ্গত কারণেই নিজের ক্ষমতার মধ্যে থেকেই বেতার-সাংবাদিককেও সততা ও তৎপরতার সঙ্গে তৎকাল-ঘটনাকে সম্প্রসারিত করতে হয়।

আকাশবাণীর শ্রোতাদের কাছে নিউজ আইটেমের পরেই অত্যন্ত প্রিয় বিষয় হল প্রতিবেদন। এর বিষয়-পরিধি বিস্তৃততর। ঘটমান বা সবেমাত্র ঘটে গিয়েছে এমন বিশাল আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে শুরু করে ফুটবল ম্যাচ পর্যন্ত প্রতিবেদনে জায়গা করে নিতে পারে। ঘটনার প্রাণবন্ত উপস্থাপনার আনুকূল্যে বেতার-প্রতিবেদক রেডিওর শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেন। সংবাদপত্রের মতো বেতারেও প্রধানত দু'ধরনের প্রতিবেদন সম্প্রচারিত হয়। তা হল—

- বিষয়-সম্পর্কিত প্রতিবেদন, এবং
- অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক প্রতিবেদন।

এই দুধরনের প্রতিবেদনেই বর্ণনামূলক শব্দের সমবায়ে ঘটে বা ঘটতে পারে নিপুণ ও নিখুঁত উপস্থাপনা। তবে সংবাদপত্রের পাঠক যেমন একই খবর বারবার পড়বার সুযোগ পান মুদ্রিত থাকার দৌলতে, বেতারের শ্রোতা সেরকম কোনো সুযোগ পান না। একবার শুনেই রেডিও-র শ্রোতাকে চটপট বুঝে নিতে হয় সমগ্র ঘটনা বা সংবাদের সারবস্তু। এসব কথা মাথায় রেখেই রেডিও-র রিপোর্টারকে তাঁর প্রতিবেদনে প্রথমেই নির্বাচিত শব্দগুচ্ছের সাহায্যে জানিয়ে দিতে হয় তাঁর রচিত প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু কী। এজন্য প্রতিবেদককে অনেক অনুশীলন করতে হয়। তাঁকে বের করে নিতে হয় কোন্ কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করলে সরাসরি শ্রোতার মনে গেঁথে যাবে তাঁর প্রতিবেদনের মর্মবাণী। এজন্য

চারটি প্রশ্নের মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করিয়ে প্রতিবেদক তাঁর প্রতিবেদন রচনা শুরু করতে পারেন। প্রশ্নগুলি হল—

- কী
- কেন
- কীভাবে
- কোন্ উদ্দেশ্য সাধনে আমাকে রিপোর্ট করতে হচ্ছে?

বলাই বাহুল্য, আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যা যা ঘটছে সেই সব ঘটনার অধিকাংশই কিন্তু প্রতিবেদনে জায়গা পাবার যোগ্য নয়। বেতার-প্রতিবেদনে স্থান করে নেবে কেবল গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিশেষ ঘটনা। তার ভিতর থেকে শ্রোতারা পাবেন অতিরিক্ত তথ্য, আনুষঙ্গিকতা, যুক্তি এবং পশ্চাৎপটের উপাদানসমূহ। প্রতিবেদন লিখতে হয় খুব দ্রুততার সঙ্গে। কেননা বেতারের শ্রোতারা আশা করেন যে তাঁদের বেতারকেন্দ্রই সবার আগে ঘটনাটা কভার করেছে। স্বাভাবিকভাবেই সাংবাদিককে মুহূর্তের মধ্যেই জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে ঘটনার মূল্যয়ন সেরে ফেলতে হয় এবং কালক্ষেপ না করেই কাহিনী লিখে ফেলতে হয়।

বিষয়সম্পর্কিত প্রতিবেদনে ঘটনাটি যেমন ঘটছে বা ঘটেছে সেরকমই থাকবে। এক্ষেত্রে মূলতঃ নির্ভর করতে হয় টেলিপ্রিন্টেড সংবাদ, রাজনৈতিক বিবৃতি, হ্যাণ্ডবুক, মুদ্রিত প্রচারপত্র, সরকারি পরিসংখ্যান ইত্যাদি ছাপানো উপাদানের ওপর। এর মধ্য থেকেই সাংবাদিককে বেছে নিতে হবে তাঁর প্রতিবেদন রচনার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য তথ্য কোন্‌টি এবং সেটিকেই তিনি বিশদ বর্ণনা করবেন বাস্তবকে বিকৃত না করে। তারপর শ্রোতাদের কৌতূহল মেটানোর জন্য তাঁকে ভেবে দেখতে হবে কীভাবে প্রতিবেদনটি উপস্থাপিত করলে সেটি হবে অধিকতর আকর্ষণীয় ও বর্ণময়। বেতারে সম্প্রচারের নিমিত্ত প্রতিবেদনে পরিসংখ্যানের আধিক্য অনভিপ্রেত। বরং সংখ্যাতত্ত্বের কচকচানি বাদ দিয়ে নতুন কোনও তথ্য দেওয়া যায় কিনা, সেদিকেই প্রতিবেদকের নজর দেওয়া ভালো।

অন্যদিকে, ঘটনাস্থল থেকে সংবাদদাতা পাঠান অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রতিবেদন। ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। সেই দিক থেকে প্রতিবেদক তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে, অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে ঘটনার মূল্যায়ন করতে পারেন। ঘটনাস্থল থেকে প্রতিবেদক ঘটনার নিখুঁত বিবরণ দিতে পারেন, সঙ্গে যোগ করতে পারেন তার প্রেক্ষাপট এবং দুইয়ে মিলে বিষয়টিকে দিতে পারেন শৈল্পিক মাত্রা প্রাণের ছোঁয়া। এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রতিবেদন বেতারকেন্দ্রে পৌঁছায় সাধারণত—

- দূরভাষের মাধ্যমে,
- স্থানীয় বা বিদেশি বেতারকেন্দ্র থেকে,
- চলমান প্রেরক যন্ত্র থেকে,
- টেপ অথবা উপযুক্ত সম্প্রচার যন্ত্র থেকে।

পরিশেষে যা না বললেই নয়, তা হল, শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখার তাগিদে বেতারের প্রতিবেদন হবে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত। ভাষা হবে প্রাঞ্জল, সর্বজনবোধ্য ও শৈল্পিক।

মোটামুটি আপনি একটা ধারণা গড়ে নিতে পেরেছেন কীভাবে গণমাধ্যমের উপযোগী প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। এটাও আপনার জানা হয়ে গিয়েছে, গণমাধ্যমের চরিত্র, তার গ্রাহকদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রতিবেদন-ও হয় বিভিন্ন ধরনের। কাদের জন্য এই প্রতিবেদন, কীসের মাধ্যমে তা প্রচারিত হবে, কোন উদ্দেশ্য আপনি সাধন করছেন তার ওপরেই অন্যতম প্রধান সাংবাদিক-সংরূপ প্রতিবেদন রচনার পদ্ধতি, তার স্তরবিন্যাস ইত্যাদি নির্ভর করে। মাধ্যমের স্বাতন্ত্রে প্রতিবেদনের চরিত্রের পার্থক্যটা কীরকম হয়, এবার তারই খানিকটা নমুনা আপনি এখানে পাবেন।

সংবাদপত্রের উপযোগী প্রতিবেদন তৈরির তুলনায় রেডিও-টি.ভি.-র রিপোর্ট রচনার ধরন আলাদা। এখানে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আগে বিশেষণ ব্যবহারের বিশেষ চল নেই। প্রত্যক্ষ উক্তিও বর্জন করা হয়। সাধারণভাবে উত্তম পুরুষে অর্থাৎ বক্তা-পুরুষে তৈরি করতে নেই টি.ভি, বেতারের প্রতিবেদন। 'আমি', 'আমি' বা 'আমার', 'আমার'-র জবানিতে প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমে সম্প্রচার না-করাটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া সংবাদপত্রে যতটা বিস্তারিত হয় কিংবা নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদক যতখানি জায়গা জুড়ে প্রতিবেদন পাঠাতে পারেন তার গ্রাহকদের কাছে টি.ভি. বা রেডিও-র প্রতিবেদন তত বড়ো, বিস্তারিত হয় না। সময়ের সংক্ষিপ্ততা এক্ষেত্রে বড়ো বাধা। তাছাড়া শ্রবণেন্দ্রিয়েরও একনাগাড়ে শুনবার ক্ষমতা, মনে রাখবার সামর্থ্য বিবেচনা করতে হয়।

দৃষ্টান্ত হিসাবে নিচের প্রতিবেদনগুলি লক্ষ্য করুন। প্রথমে দেওয়া হল সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, আর ঠিক তার পরেই তুলে ধরা গেল দূরদর্শনে সম্প্রচারের উপযোগী প্রতিবেদন। কখনও কখনও আবার দূরদর্শনের উপযোগী প্রতিবেদনের চেয়ে আকাশবাণীর প্রতিবেদন সংক্ষিপ্ত হয়। এর কারণ, দূরদর্শনের গ্রাহকেরা তো শুধু শ্রোতা নন, দর্শকও, কিন্তু আকাশবাণীর গ্রাহকেরা নিছকই শ্রোতা। চোখে দেখা ছবির মধ্যে খানিকটা চোখের আরাম পাওয়া যায়, রিলিফ বা স্বস্তি পাওয়া যায়, কিন্তু আকাশবাণী তথা রেডিও-র প্রতিবেদনে সেই সুযোগ পাওয়া যায় না বললেই চলে।

১২২.৪ প্রতিবেদনের নমুনা

(ক) রাজ্যের নীতিই মানল গোটা দল, দাবি বুদ্ধের

২৩ মার্চ : সাড়ে তিন বছর আগে কলকাতা পার্টি কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে জ্যোতি বসুর 'ঐতিহাসিক ভুলের' পরাজয়ের মধুর বদলা নিয়ে নতুন পথে চলার ইতিহাস সৃষ্টি করে রবিবার কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

পার্টি কংগ্রেসের পঞ্চম দিনটা ছিল তাঁরই। প্রথমত কলকাতায় ফিরেই 'পোকা' পেশের উদ্যোগ নেবেন জানালেন। সেই সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে কেরলের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বুদ্ধবাবু 'সদম্ভে' জানিয়ে দিলেন, শিল্প থেকে সরকারের আর্থিক দায় ছেঁটে ফেলে শিল্প-স্বাস্থ্য-শিক্ষা সর্বত্র বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে যে বিকল্প নীতি পশ্চিমবঙ্গে তাঁর দল গ্রহণ করেছে এখন থেকে সেটাই হবে সি পি এমের সর্বভারতীয় নীতি। কেরলের নেতৃত্বেও এ কথা মেনে নিয়েছেন, তা জানিয়ে বুদ্ধবাবু বলেন, ''সি পি এম কোনও রাজ্যে সরকারে থাক বা বিরোধী আসনেই বসুক, এটাই আগামী দিনে দলের ঘোষিত পথ।'' তাঁর মতে, ''সি পি এমন কোনও গোঁড়া কমিউনিস্ট বা সোশ্যালিস্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে সরকার চালাচ্ছে না। একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বেশির ভাগ মানুষকে 'রিলিফ' দেওয়ার লক্ষ্যে ন্যূনতম যৌথ কর্মসূচির ভিত্তিতে অন্য বাম দলকে নিয়ে সরকার চালাচ্ছে।'' তিনি যে জ্যোতিবাবুর পাদুকায় পা গলানোর চেষ্টা না করে নিজের মতো চলছেন তা-ও গোপন করেননি দেড় বছরের মুখ্যমন্ত্রী।

এই ঘোষণার চার ঘণ্টার মধ্যেই বিকেলে জুবিলি হিলস এলাকায় চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে বৈঠক করে দলের বার্তা পৌঁছে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের কনিষ্ঠতম পলিটব্যুরের সদস্য। চন্দ্রবাবু তাঁকে এই ৩৬ ডিগ্রির গরমেও শাল উপহার দিয়ে জানিয়ে দিলেন, এন ডি এ থেকে আরম্ভ করে যৌথভাবে কেন্দ্রের কাছে আর্থিক দাবিদাওয়া পেশ, অনেক ব্যাপারেই তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। বুদ্ধবাবু ঝানু রাজনীতিবিদের মতোই আলোচনার শাঁস পুষ্পস্তবক আর চাদরের ছোবড়ার আড়ালে লুকিয়ে রেখে বলেছেন, ''দুই রাজনীতিবিদ যখন এক হন, তখন তো রাজনীতির আলোচনা হবেই। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দু'জনের মধ্যেই শিল্প আর কৃষির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।''

দু'জনের মধ্যে ৪৫ মিনিট নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। অযোধ্যা থেকে গুজরাত—কেন্দ্রীয় সরকার অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। আপনি কী ভাবছেন? বুদ্ধের প্রশ্নের জবাবে চন্দ্রবাবু বলেছেন, ''আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দল। বাইরে থেকে এন ডি এ-কে সমর্থন করছি। সব রাজনৈতিক

দলেরই কিছু নিজস্ব বাধ্যবাধকতা আছে। অন্ধ্রে কংগ্রেসকে আটকাতেই আমরা বাজপেয়ীর সঙ্গে আছি।" এক দিন আগেই চন্দ্রবাবু কংগ্রেস নিয়ে সি পি এমের বিরুদ্ধে 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের' অভিযোগ করেছিলেন। বুদ্ধ-নাইডু বৈঠকের মাধ্যমে সি পি এম-টি ডি পি'র বরফ গলা শুরু হল।

বুদ্ধবাবুর আগে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারও চন্দ্রবাবুর সঙ্গে বৈঠক করেন। দু'জনের মধ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার দুই সি পি এম মুখ্যমন্ত্রীই এ বার পার্টি কংগ্রেসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্কে তাঁদের কড়া মনোভাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত চন্দ্রবাবুকে জানান বলে দলীয় সূত্রে খবর। সন্ধ্যায় বিষয়টি নিয়ে পলিটব্যুরো বৈঠক বসে। আগামী দিনেও টি ডি পি-সি পি এম-এর মধ্যে আলোচনা চালু থাকবে।

ভিন রাজ্যে এসে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে গতি এবং দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের কথা তুলে ধরার পাশাপাশিই বুদ্ধবাবু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দলের সংখ্যাগুরু মৌলবাদের পাশাপাশি সংখ্যালঘু মৌলবাদের বিপদ নিয়েও বলেন। তিনি জানান, মুসলিম মৌলবাদের বিপদ এবং উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে পার্টি কংগ্রেসে আলোচনাও হয়েছে। হায়দরাবাদের মতো মুসলিম অধ্যুষিত শহরে এসে মাদ্রাসা নিয়ে তাঁর অবস্থানের প্রেক্ষিতে যে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এটা বোধহয় প্রত্যাশিতই ছিল। তাঁর পুরনো অবস্থানের কথা জানিয়ে বুদ্ধবাবু বলেন, ''সঠিক চিন্তাধারার মুসলিমরা আমার কথা মেনে নিয়েছেন। আরবি এবং ধর্ম পড়ানোর পাশাপাশি মাদ্রাসায় ইংরাজি, বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস এবং ভূগোল পড়ানো উচিত। অনেক সময়েই মৌলবাদীরা সন্ত্রাসের পথে যাচ্ছে, আমরা তা রুখব।"

কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আডবাণী প্রশংসা করেছেন, ব্যাপারটা তিনি কীভাবে দেখেছেন? কী জবাব দেবেন? কিছুটা হেসে, কিছুটা লজ্জা পেয়ে বুদ্ধবাবু বলেন, ''কাগজে দেখেছি, জানি না কেন আডবাণী আমার প্রশংসা করেছেন।"

সংগঠিত অপরাধ দমনে 'পোকা'কে পলিটব্যুরো সবুজ-সংকেত দেওয়ায় বুদ্ধবাবু তাঁর খুশি চেপে রাখেননি। তিনি বলেন, ''বাংলায় 'পোকা' শব্দের অর্থ কীট। আমরা কিন্তু খারাপ কিছু করছি না। 'পোটো' ছিল খারাপ। তা আমরা রাজ্যসভায় হারিয়েছি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে অপহরণ, হাইজ্যাকিং, সশস্ত্র উগ্রপন্থা বেড়ে যাচ্ছে তা রুখতে একটা আইন দরকার।" বাজপেয়ী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আডবাণীকে তিনি বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের সসম্যা, এ কথা তুলে ধরে বুদ্ধবাবু বলেন, ''প্রয়োজন হলে যে কোনও রাজ্য এমন আইন করতে পারে। উত্তরবঙ্গে যে ভাবে আলফা এবং অন্য উগ্রপন্থীর সমস্যা বাড়ছে, বিহার সংলগ্ন দক্ষিণবঙ্গে তেমনই সশস্ত্র জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর প্রভাব বাড়ছে। তা রুখতে 'পোকা' প্রয়োজন।"

বুদ্ধবাবু স্বীকার করেন, পার্টি কংগ্রেসের প্রথম দিন তিনি 'স্পিকটি নট' ছিলেন চাপেই। আজ তাঁর মুখে বিজয়ীর হাসি।

● আনন্দবাজার পত্রিকা

- হায়দরাবাদে গতকাল সি পি আই এমের পার্টি কংগ্রেসের পঞ্চম দিনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, কলকাতায় ফিরে তিনি পোকা আইন পেশের উদ্যোগ নেবেন। সাংবাদিকদের তিনি আরো জানান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে আহ্বান করার বিকল্পনীতি সি পি আই এম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে। পরে শ্রীভট্টাচার্য তেলুগু দেশম পার্টির নেতা শ্রীচন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে এক আলোচনায় মিলিত হন। তাঁদের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।

(খ) দাঙ্গার জন্য ভর্ৎসিত মোদী

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ—দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য গুজরাতে সরকারের 'নিষ্ক্রিয়তা' এবং 'অপদার্থতা'কে দায়ী করলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জে এস বর্মা। তিনি বলেছেন, এর পর হোলি ও মহরমে রাজ্যে যাতে শান্তি বজায় থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশনের এই তীব্র ভর্ৎসনার পরই হোলি ও মহরমে শান্তি বজায় রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবাণী। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীও সিমলায় বলেছেন, গুজরাতে হিংসা ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে এবং রাজ্যে অবিলম্বে হিংসা থামা দরকার। রাজ্যে হিংসা অবশ্য এখনও থামেনি। আমেদাবাদে আজ এক মহিলা-সহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। শহরের বেশ কিছু এলাকায় নতুন করে কার্ফু জারি করা হয়েছে। বডোদরা, হিম্মতনগর, ছোট উদয়পুর, আনন্দেও বেশ কিছু এলাকায় কার্ফু জারি হয়েছে।

এই অবস্থায় হোলি ও মহরমে শান্তি বজায় রাখা নিয়ে কেন্দ্র ও মানবাধিকার কমিশন রীতিমতো চিন্তিত। কাল মহরম, সপ্তাহের মাঝামাঝি হোলি। এই দুই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাতে গুজরাতে নতুন করে হিংসা শুরু না হয়, তার জন্য আডবাণী আজ ফোনে মোদীর সঙ্গে কথা বলেন। পুলিশকে চূড়ান্ত সতর্ক করা ছাড়াও দাঙ্গাপ্রবণ জেলাগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। বিশেষত শহরগুলিতে শান্তিরক্ষার জন্য তিনি সব সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে কমিটি তৈরির প্রস্তাবও দিয়েছেন। আডবাণী গুজরাতের মানুষের কাছেও আবেদন করেন, তাঁরা যেন সব সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখেন।

প্রধানমন্ত্রীও আজ গুজরাতে হিংসাত্মক ঘটনা শেষ করার ডাক দিয়েছেন। সিমলায় এক সভায় বাজপেয়ী বলেন, গোধরায় যা হয়েছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং তার পরের দাঙ্গা 'পরিতাপের বিষয়'। তিনি বলেন, গুজরাতের ঘটনা দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। তাঁর আশ্বাস, তাঁর সরকার ধর্মের ভিত্তিতে দেশের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করবে না।

বর্মা অবশ্য আজ উদ্বেগ প্রকাশ করে স্পষ্ট বলেছেন, গুজরাতের পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। রাজ্য সরকার ৭২ ঘন্টার মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে, এই দাবি উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ''তিন সপ্তাহ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমি রাজ্যে কোথাও স্বাভাবিক অবস্থা দেখতে পাইনি।'' বর্মা বলেন, গুজরাতের উচ্চপদস্থ অফিসাররা দাঙ্গা-আক্রান্ত মানুষের কাছে যাননি, ত্রাণ শিবিরগুলিতে যাননি। তিনিই প্রথম উচ্চপদস্থ অফিসার যিনি মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। আক্রান্ত মানুষদের পুনর্বাসনের ওপর জোর দেন বর্মা। তিনি জানান, পুরো বিষয়টির বিচার করতে শীঘ্রই কমিশনের সব সদস্যদের বৈঠক হবে। আনুষ্ঠানিক ভাবে কমিশন পরে রিপোর্ট দেবে। কিন্তু পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগজনক বলে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁর মতামত জানিয়েছেন।

এ দিকে দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাতের মুসলমান সম্প্রদায় এবার মহরম উপলক্ষে মিছিল বার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে রাজ্যের অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্রসচিব প্রকাশ শাহ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুসলমানরা নিজে থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে প্রশাসন তা সত্ত্বেও কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না। তাঁর কথায়, মুসলমান সম্প্রদায়ের মনের মধ্যে একটা ভীতি ঢুকে গিয়েছে যে তাঁরা যা-ই করুন, তাঁদের ওপর আবারও হামলা হতে পারে। রাজ্য সরকার সমস্ত জেলায় প্রশাসনকে হিংসা রুখতে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সতর্ক করে দিয়েছে। সেনাবাহিনী এখনও দাঙ্গার এলাকায় টহল দিচ্ছে।

আজ দিল্লির আরও কিছু সংগঠন স্বাধীনভাবে গুজরাতে সরেজমিনে তদন্ত করে ফিরে এসেছে। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রিপোর্টে বলা হয়েছে, গুজরাতের দাঙ্গা গোধরার ঘটনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। সদস্যরা বলেছেন, ''আমরা যা দেখেছি, তা হল সরকারি ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অপপ্রয়োগ।'' মুম্বইয়ের সংগঠন কমিউনালিজম কমব্যাট-এর মতে, যথেষ্ট পরিকল্পনা করে এই দাঙ্গা করা হয়েছিল, কারণ পয়লা মার্চ একই সময়ে ৪৬টি জায়গায় আক্রমণ চালানো হয়েছে। গোধরার ঘটনার পর ২৬ ঘন্টা অবধি কোনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। ২৮ ফেব্রুয়ারি করসেবকদের প্রার্থনা সভার পরে দাঙ্গা শুরু হয়। অপর একটি সংগঠন পিস অ্যান্ড সেকুলারিজম-এর এক মুখপাত্র বলেন, হানাদার দলগুলিতে লোক ছিল পাঁচ থেকে ২০ হাজার পর্যন্ত। সংগঠিত হানার উদ্দেশ্যে মোবাইল ফোন হাতে কিছু মানুষকে দেখা গিয়েছে।

দাঙ্গার সুবিচার পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সামাজিক অধিকার সংগঠন গুজরাত সরকারের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

● আনন্দবাজার পত্রিকা

- গতকাল নতুন দিল্লিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জে. এস. বর্মা দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য গুজরাত সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ি করেন। তিনি আরো বলেন,

হোলি ও মহরমের সময় গুজরাতে যাতে শান্তি বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালকৃষ্ণ আদবানি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে হোলি ও মহরমে শান্তি বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে রাজ্যে হিংসা এখনও অব্যাহত। আমেদাবাদে গতকাল এক মহিলাসহ তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। ভাদোদরা, হিম্মতনগর, ছোটো উদয়পুর, আনন্দ-এও বেশ কিছু এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে।

(গ) তিস্তা-তোর্সা লাইনচ্যুত

বিশেষ সংবাদদাতা : রাজধানী এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনার ন' দিন পরে ফের বড় রকমের একটি রেল দুর্ঘটনা ঘটল মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জের কাছে মহিপাল রোড স্টেশনে। ৩১৪২ ডাউন তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসের ছটি কামরা বৃহস্পতিবার রাত পৌনে বারোটায় লাইনচ্যুত হয় মহিপাল রোড স্টেশনে ট্রেনটি ঢোকার মুখে। গভীর রাত পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় হতাহতের নিশ্চিত কোন খবর রেলসূত্রে পাওয়া যায়নি। তবে রেলের উচ্চপদস্থ অফিসাররা ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন। মালদহ থেকে পাঠানো হয়েছে উদ্ধারকারী একটি ট্রেন এবং চিকিৎসকদের দল। ট্রেনটির ইঞ্জিনের পর থেকে তিন, চার, পাঁচ, সাত, আট, বারো নম্বর বগি লাইন থেকে ছিটকে পড়েছে বলে জানা গেছে। আজিমগঞ্জ-বারহাড়োয়া লুপ লাইন থেকে ট্রেনটি মহিপাল রোডে ওঠার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলটি সাগরদীঘির কাছে হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চল। রাত দুটোতেও দুর্ঘটনার বিস্তারিত সংবাদ কলকাতায় পৌঁছায়নি। মুর্শিদাবাদ জেলার এস পি ঘটনাস্থলে রওনা হয়ে গেছেন। রেলসূত্রে জানানো হয়েছে, মহিপাল রোডে ট্রেনটি ঢোকার সময় গতিবেগ পনেরো কিলোমিটারে সীমাবদ্ধ ছিল বলে এই দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনার সম্ভাবনা কম। তবে কি কারণে এই লাইনচ্যুতি ঘটল তা পরিষ্কার করে বলতে পারেননি কলকাতার কোন রেলকর্তা। জানা গেছে, ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ার পর স্থানীয় লোকজনই উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন। তবে গভীর রাত হওয়ায় উদ্ধার কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতায় পাওয়া খবরে জানা গেছে ট্রেনটির এস-টু, এস-থ্রি এবং এস-ফোর শয়নযানগুলি লাইনচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়েছে। এছাড়াও বাতানুকুল একটি কামরা এবং দুটি সাধারণ কামরাও লাইনচ্যুত হয়েছে। মালদহে রাত বারোটা কুড়ি নাগাদ খবর পৌঁছানোর পর মেডিকেল টিম সেখানে রওনা হয়েছে। সাগরদীঘি থানা রাতে জানিয়েছে, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসাররাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছেন। তবে সাগরদীঘি থানাও হতাহতের কোন খবর জানাতে পারেনি। রেলের একটি সূত্রে জানা গেছে, ট্রেনটির গার্ড নাকি জানিয়েছেন এই দুর্ঘটনায় কেউ আহত বা নিহত হননি। তবে এই খবরের সমর্থন মেলেনি। ট্রেনটি আলিপুরদুয়ার থেকে নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে শিয়ালদহে আসছিল। ট্রেনটি যখন লুপ লাইন থেকে মেন লাইনের দিকে আসছিল

তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে রেলসূত্রে জানানো হয়েছে। তবে রেলের উচ্চপদস্থ অফিসারদের অনেকেই এখন রফিগঞ্জে রাজধানী এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার তদন্ত কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁদের পাওয়া যায়নি। এদিন সকালেই নীলাচল এক্সপ্রেস ফিসপ্লেট খোলা থাকলেও একটি দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পায়। তারপরই এই বড় মাপের দুর্ঘটনাটি ঘটল। বলাই বাহুল্য ন'দিনের মধ্যে দুটি দুর্ঘটনা রেলমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে আরও অস্বস্তিতে ফেলল।

● **সংবাদ প্রতিদিন**

- আজ মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জের কাছে মহিপাল রোড স্টেশনে ৩১৪২ ডাউন তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসের ছ'টি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে। দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর এখনও রেলসূত্রে পাওয়া যায়নি। রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে গেছেন। মালদহ থেকে উদ্ধারকারী একটি ট্রেন চিকিৎসক দলসমেত ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। দুর্ঘটনার কারণ এখনও সরকারিসূত্রে জানা যায় নি।

গণমাধ্যমের জন্যই যে একমাত্র প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় তা নয়, ব্যবহারিক জীবনেও এর মূল্য রয়েছে। নানা ব্যাপারেই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সংগঠনের কাজে, সরকারি দপ্তরে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরতে এবং বিগত দিনগুলির কার্যাবলী ও আগামী দিনের কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরতে, কোন প্রতিষ্ঠানের তরফে কোনো ব্যাপারে তদন্তে গেলে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বার্ষিক কাজকর্মের খতিয়ান এবং সামগ্রিক চেহারা ফুটিয়ে তুলতে, কোন বিষয়ে তদন্ত কমিশন গঠিত হলে তার জন্য প্রতিবেদন তৈরি দরকার হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন রচনার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি জানা দরকার। এখানে আপনি দৃষ্টান্তসহ তার পরিচয় পাবেন। এবং নিজেকে সে ব্যাপারে উপযুক্ত করে তুলতে সক্ষম হবেন। প্রতিষ্ঠানের অডিট রিপোর্ট-ও প্রতিবেদনের অন্তর্গত হবার যোগ্য—যদিও তা স্বতন্ত্র ধরনের।

এরকম ব্যবহারিক, আনুষ্ঠানিক, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন রচনাও একধরনের শব্দশিল্প। এর মধ্যেও যেমন রচনাশৈলীর নান্দনিক পরিচয়টি নিহিত থাকে তেমনি থাকে বাস্তবের রূপ, নির্দিষ্ট ও কার্যকর পন্থা। আগামী দিনের কর্মসূচি তুলে ধরার মধ্যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও পথনির্দেশ। প্রতিবেদন রচনার সময় প্রতিবেদকেও সেজন্য মেনে চলতে হয় কিছু কিছু পদ্ধতি, নিয়মকানুন।

আদর্শ প্রতিবেদনে যেসব বৈশিষ্ট্য সাধারণত আশা করা হয় সেগুলি হচ্ছে—

- অনিবার্যভাবেই প্রতিবেদনে থাকবে পর্যবেক্ষক বা প্রতিবেদক বা তদন্তকারীর পক্ষে প্রয়োজনীয় বা তাঁর আহৃত যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য, পরিসংখ্যান এবং উপাদান।

- সমস্ত তথ্য হবে নির্দিষ্ট, সুনির্বাচিত, নির্ভুল, প্রাঞ্জল ও সম্পূর্ণ।
- প্রতিবেদন হবে কৌতূহল-উদ্দীপক ও আকর্ষণীয়।
- কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথ সম্বোধন করে প্রতিবেদন পেশ করতে হয়।
- প্রতিবেদনে সংক্ষিপ্ততা কাম্য। অর্থাৎ রিপোর্ট হবে টু দ্য পয়েন্ট।
- প্রতিবেদনের একটি শিরোনাম বা টাইটেল থাকবে।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাতে কোন ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন সেজন্য নির্দিষ্ট আদলে প্রতিবেদনটিকে উপযোগী করে তৈরি ও পেশ করতে হয়।
- রিপোর্টের প্রথম অনুচ্ছেদেই বিচার্য বা অনুসন্ধেয় বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার।
- প্রতিবেদনের উপস্থাপনা হবে যুক্তির পরাস্পর্য রক্ষা করে।
- কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্য, পরিসংখ্যান, সুনির্দিষ্ট ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদের সমবায়ে তৈরি করতে হয় প্রতিবেদনের অবয়ব।
- সুপারিশ করার মতো কিছু থাকলে তা দিতে হবে প্রাসঙ্গিক বিষয় বা অংশের শেষে।
- প্রতিবেদনের ভাষা হবে সরল, প্রাঞ্জল। সেখানে কোনরকম দ্ব্যর্থকতা থাকবে না।
- প্রতিবেদনে সদর্থক বিবরণই সাধারণভাবে বাঞ্ছিত।
- তারিখসহ প্রতিবেদকের স্বাক্ষর থাকা প্রতিবেদনে আবশ্যিক।

প্রত্যেক সংগঠনকেই বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। ট্রেড ইউনিয়ন, ক্লাব, অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি সারা বছরের কাজকর্মের খতিয়ান, আত্ম-সমালোচনা, ভবিষ্যৎ কর্মসূচির রূপরেখা ও আয়ব্যয়ের হিসাবসহ বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপিত করতে হয় সাধারণ সদস্যদের মধ্যে, বার্ষিক সাধারণ সভায়। সাধারণ এই প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। একে বলে সাংগঠনিক প্রতিবেদন।

এর বাইরেও তৈরি করতে হয় আরো একাধিক ধরনের প্রতিবেদন। সচিব-সংক্রান্ত কর্মধারার মধ্যে পড়ে এরকম প্রতিবেদনের যদি আমরা শ্রেণিবিভাজন করি, তাহলে বিষয়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে কমপক্ষে আরো ছ'টি ভাগে ভাগ করতে পারি প্রতিবেদনসমূহকে। সেই বিভাজন নিম্নরূপ হতে পারে—

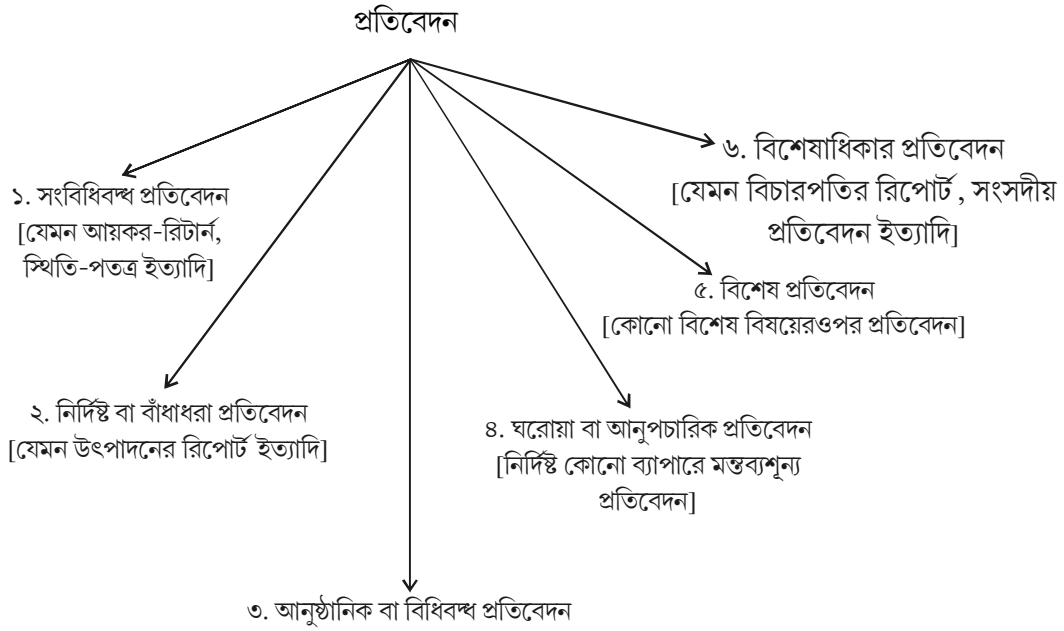

[যেমন, বিশেষ কোনো ব্যাপার নিয়ে তদন্তের জন্য নিযুক্ত অধস্তন ব্যক্তি কমিটি কর্তৃক মুখ্য-নির্বাহী আধিকারিকের কাছে পেশ করা প্রতিবেদন।]

নিচে কয়েকটি এ ধরনের প্রতিবেদনের নমুনা দেওয়া হল। আশা করি এই দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে আপনার সামর্থ্যের যেমন বৃদ্ধি ঘটবে তেমনি বাস্তবে ব্যবহার করতে পারবেন।

(ঘ) দপ্তর পরিষেবায় যান্ত্রিকীকরণ নিয়ে প্রতিবেদন

মাননীয় সভাপতি,
পরিচালনক পর্ষৎ
জন টমসন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
১০ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১৬

৭ জানুয়ারি, ২০০৩

বিষয় ঃ **দপ্তর পরিষেবায় যান্ত্রিকীকরণ**

মহাশয়,

আপনার নির্দেশমাফিক আমাদের প্রতিষ্ঠানের দপ্তর পরিষেবায় যান্ত্রিকীকরণের সম্ভাবনা নিয়ে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে আপনার বিবেচনার্থে নিম্নিলিখিত প্রতিবেদন পেশ করছি।

হিসাব বিভাগে যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের রয়েছে ব্যাপক সুযোগ। বিশেষ করে বিলিং, মেশিন, নগদান খাতা, চেক সংরক্ষণ, টড চেক স্বাক্ষরকারী যন্ত্র, যোগ-বিয়োগের যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। গণযন্ত্রের প্রচলনে কাজে যতটা দ্রুততা আসবে তেমনি নির্ভুলতার পরিমাণ শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়াবে বলে বিশ্বাস।

প্রতিলিপিকরণের ক্ষেত্রে স্টেনসিল ডুপ্লিকেটার সহজেই ব্যবহার করা যায়। চিঠি খোলার যন্ত্র, ফোল্ডিং ও ইনসার্টিং মেশিন, ফ্র্যাঙ্কিং মেশিন, ঠিকানালেখ ও শ্রুতদূরধ্বনিবহ বা ডিক্টাফোন ব্যবহার করা যেতে পারে আমাদের ডাকবিভাগে।

সামগ্রিকভাবে যান্ত্রিকীকরণ ব্যয়হ্রাস ঘটাবে, শারীরিক শ্রম কমাবে অথচ কাজ হবে নির্ভুল এবং দ্রুত। এতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সুনামও বৃদ্ধি হবে। অবশ্য এর জন্য প্রাথমিক ব্যয় করতে হবে আনুমানিক ২,০০,০০০ (দু লক্ষ) টাকা।

তাছাড়া, এর ফলে কর্মচারীদের মধ্যে এক ধরনের বিরূপ মানসিকতা তৈরি হতে পারে। তাঁদের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করাও আবশ্যক।

আমি বিশ্বাস করি, এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমার পর্যবেক্ষণ আপনাকে সাহায্য করবে।

আপনার বিশ্বস্ত,
কৌস্তভ বসু
সচিব

(ঙ) কারখানায় অগ্নিকান্ডের জন্য ক্ষতিপূরণ বিষয়ক সংস্থার প্রধানকে প্রতিবেদন

মাননীয় পরিচালন অধিকর্তা
বসুমজুমদার বৈদ্যুতিন প্রতিষ্ঠান
২১০ কাশীপুর রোড
কলকাতা ৭০০ ০০২

২১ জানুয়ারি, ২০০৩

বিষয় ঃ **অগ্নিকাণ্ডের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি**

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের বেলিলিয়াস রোডস্থিত কারখানায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায় ২০ জানুয়ারি, ২০০৩-এ ভোর চারটে নাগাদ। এর ফলে আমাদের সমস্ত মজুতপণ্য ও কাঁচামালের ব্যাপক ক্ষতি হয়,

যার মূল্য হবে আনুমানিক ৭৫,০০০.০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা। উপরন্তু, প্রায় ৩০,০০০.০০ (তিরিশ হাজার) টাকা দামের মজুতমাল সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়।

যে মুহূর্তে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটা আমাদের নিরাপত্তা আধিকারিকের নজরে আসে, তৎক্ষণাৎ তিনি দমকলবাহিনীকে খবর দেন। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে লড়াই করে দমকলবাহিনী আগুন আয়ত্তে আনেন। আমি নিজে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই সকাল ছ'টা নাগাদ এবং স্থানীয় থানায় ঘটনাটা জানাই। পাশাপাশি আমি অগ্নিবীমা সংস্থার কাছেও লিখিতভাবে সংবাদ পাঠাই।

আপনার বিশ্বস্ত,
অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়
সচিব

(চ) কর্মচারীদের বিক্ষোভ সম্পর্কে প্রতিবেদন

সিমপ্লেক্স কোম্পানি লিমিটেড
২৩/৬ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১৬

মাননীয় সভাপতি
পরিচালন পর্ষৎ

৮ জানুয়ারি, ২০০৩

বিষয় ঃ **কর্মচারীদের বিক্ষোভ সম্পর্কে প্রতিবেদন**

সবিনয় নিবেদন,

আপনার নির্দেশমতো আমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিক্ষোভ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়ে বক্ষ্যমান প্রতিবেদন নিবেদন করছি এবং তাঁদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যে সমাধানসূত্র বেরিয়েছে তা উপস্থাপিত করছি।—

১. **বর্তমানে প্রচলিত মহার্ঘভাতার হার বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ঃ** দুর্মূল্য ভাতার হার বৃদ্ধির দাবি নিয়ে দীর্ঘকাল ধরেই কর্মচারীরা আন্দোলন করছেন। এ বিষয়ে আমি দীর্ঘ সময় ধরে কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করি এবং শেষ পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত দুর্মূল্য ভাতার হার সমানভাবে সকলের জন্য ২০% বাড়ানোর প্রস্তাব দিই। এর ফলে প্রতি মাসে অতিরিক্ত খরচ হবে ২,০০,০০০.০০ (দু লক্ষ) টাকা।

২. **ভরতুকি হারে জলখাবার সরবরাহ ঃ** এ বিষয়ে পূর্ণ সময়ের প্রত্যেক কর্মচারীর ক্ষেত্রে জলখাবার

(টিফিন) খাতে যদি ১.০০ (এক) টাকা হারে ভরতুকি দেওয়া হয় তাহলে কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে সম্মত হয়েছেন। এর জন্য প্রতি মাসে অতিরিক্ত আরো ১০,০০০,০০ (দশ হাজার) টাকা ব্যয় হবে।

৩. **ভ্রমণ ভাতা প্রসঙ্গে ঃ** এই বিষয়টি নিয়ে এক বছর বাদে পুনরায় আলোচনা করা হবে বলে আমার মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে কর্মচারীদের প্রতিনিধিবর্গ খুশি।

৪. **চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য পোশাক ভাতা প্রসঙ্গে ঃ** এই দাবিটি আপাতত স্থগিত রাখতে ইউনিয়নের নেতৃত্ব সম্মত হয়েছেন। তবে এক বছর পরে বিষয়টি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করা যেতে পারে।

সন্তোষের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে, উপর্যুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ সাপেক্ষ কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ দু মাসের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন স্থগিত রাখতে সম্মত। সুতরাং, আমি আপনাকে অনুরোধ জানাই, উল্লিখিত পদক্ষেপের ভিত্তিতে আপনি সহৃদয়তার সঙ্গে কর্মচারীদের দাবিগুলি বিবেচনা করবেন এবং বর্তমান অচলাবস্থা দূরীকরণে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

শ্রদ্ধাসহ
বিনীত
সুদীপ সান্যাল
সচিব

(ছ) সাধারণ সীমিত কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদন

নাগনন্দী লিমিটেড

নিবন্ধিত দপ্তর ঃ ২৯ পদ্মপুকুর রোড
কলকাতা ৭০০ ০২০

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ১৬৫ ধারা অনুসারে পরিচালকবর্গ ও নথিভুক্ত অনুবর্তীর শংসার্থে নাগনন্দী লিমিটেড সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদন

সংবিধিবদ্ধ সভার তারিখ ও স্থান ঃ
১৫ নভেম্বর, ২০০২
২৯ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০

নথিবদ্ধ করানোর জন্য শ্রী অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত, সচিব, নাগনন্দী লিমিটেড, ২৯ পদ্মপুকুর রোড কলকাতা ৭০০ ০২০

পরিচালকবর্গের প্রতিবেদন

১. অবিশেষ শেয়ারের মোট সংখ্যা বরাদ্দ ঃ ১০,০০০

২. নগদে শেয়ারের সংখ্যা বরাদ্দ ঃ ১০,০০০

৩. নগদ ব্যতিরেকে শেয়ারের সংখ্যা বরাদ্দ ঃ শূন্য

৪. পূর্ণপ্রাপ্ত শেয়ারের সংখ্যা বরাদ্দ ঃ শূন্য

৫. নগদে দেয় প্রদত্ত শেয়ার বাবদ গৃহীত অর্থের পরিমাণ ঃ ৪০,০০০.০০ টাকা

৬. সংলগ্ন বিবরণ অনুযায়ী ১০.১০.২০০২ পর্যন্ত মূলধনি হিসাবে জমাখরচ।

৭. হাতে রোক স্থিতি ১০.১০.২০০২ পর্যন্ত ঃ ৪,০০০.০০ টাকা

৮. কারো সঙ্গে কোনো দায় গ্রহণ চুক্তি নেই।

৯. পরিচালকবর্গ এবং ব্যবস্থাপকের পক্ষ থেকে কোনোরকম বকেয়া কিস্তির তলব নেই।

১০. কোনোরকম আয়োগ অথবা দালালি পরিশোধ হয়নি অথবা পরিচালকবর্গ বা ব্যবস্থাপকের পরিশোধ্য কিছু নেই।

১১. পরিচালকগণের বিশদ বিবরণ

● শ্রী সুশোভন সামন্ত	১৬ ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস কলকাতা ৭০০ ০১৯	শিল্পপতি
● শ্রী কৌস্তুভ বসু	২৬ আর ইস্ট রোড কলকাতা	বাস্তুকার
● শ্রী দীপকরঞ্জন নাগ	১৬৯/২, রাজা এস.সি. মল্লিক রোড কলকাতা ৭০০ ০৪৭	শিল্পপতি
● শ্রী অঞ্জলি নন্দী	২৯এ, ব্রড স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০১৯	শিল্পপতি
● শ্রী বিজয়চাঁদ সিংহানিয়া	১৭ বি সুইন হো স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০১৯	ব্যবসায়ী

১২. নিরীক্ষকের বিশেষ বিবরণ পাল অ্যান্ড কোং সনদপ্রাপ্ত

শ্রী তারাপদ পাল এফ.সি.এ. ২ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট হিসাব-পরীক্ষক
কলকাতা ৭০০ ০০১

(জ) কোনো মহাবিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ের সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শক দলের প্রতিবেদনের খসড়া (খুব সংক্ষেপে)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পরিদর্শক প্রতিবেদন

১.	মহাবিদ্যালয়ে নাম	....	পাথরপ্রতিমা মহাবিদ্যালয়
২.	পরিদর্শনের তারিখ	....	১৮ নভেম্বর, ২০০২
৩.	পরিদর্শন-দলের সদস্যবৃন্দ	....	ড. বিমল চট্টোপাধ্যায় ড. সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় ড. দীপক সেনশর্মা ড. উপাসনা ঘোষ মহাবিদ্যালয় পরিদর্শক
৪.	যে বিষয়ের সম্প্রসারণ সম্পর্কে অনুমোদন চাওয়া হয়েছে	....	বাংলা (সাম্মানিক)
৫.	বিষয়টির অনুমোদন চাওয়ার সমর্থনযোগ্য যুক্তিসংগত কারণ	....	ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় এলাকার অভিভাবক-অভিভাবিকাদের নিরন্তর দাবি
৬.	বর্তমান সুবিধা ঃ		
●	যে কক্ষটিতে পাঠদান করা হবে তার মাপ	....	কক্ষ নং ৪ (৮ মিটার × ৬ মিটার)
●	বর্তমানে যদি বিষয়টির কোনো শিক্ষক থাকেন.... তাহলে তাঁদের নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিয়োগের তারিখ ইত্যাদি		১. মহ. সিরাজুল ইসলাম এম.এ. পি.এইচ.ডি ১৭.২.২০০০ ২. নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ. ১.৩.২০০২
●	মহাবিদ্যালয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক আছে কিনা	....	হ্যাঁ, আছে। ড. শুক্লা চৌধুরী

- নিকটবর্তী কোন্ কলেজে বিষয়টি পড়ানো হয়.... সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, কাকদ্বীপ, ২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী

৭. বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয় / .... সন্তোষজনক
নিকট সম্পর্কিত বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য

৮. মহাবিদ্যালয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি / অবস্থা ....

- উপস্থিতির হার
  (i) ছাত্রছাত্রীদের .... গড়পরতা
  (ii) শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের .... সন্তোষজনক
- নিয়মশৃঙ্খলা .... খুবই ভালো
- আর্থিক অবস্থা .... সুদৃঢ়

৯. সুপারিশ :

পরিদর্শকগণ মহাবিদ্যালয়ে বাংলা সাম্মানিক বিষয়টির সম্প্রসারণের আবেদন মঞ্জুর করার সাময়িক সুপারিশ করছে তিন বছরের জন্য এবং তা কার্যকর হবে নিম্নলিখিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষ ২০০৩-২০০৪-এর শিক্ষাবর্ষ থেকে।—

- শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত .... দুজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক দরকার
- ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক
  ভ্রমণের জন্য অনুদান .... বার্ষিক ২৫,০০০.০০
  (পঁচিশ হাজার) টাকা
- অন্তর্গৃহীত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা .... ৩০ জন
- বই কেনা .... ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা

১৩. বিশেষ মন্তব্য, (যদি থাকে) .... নেই

বিমল চট্টোপাধ্যায়
যুগ্ম-পরিদর্শকের স্বাক্ষর

সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়
যুগ্ম-পরিদর্শকের স্বাক্ষর

উপাসনা ঘোষ
যুগ্ম-পরিদর্শকের স্বাক্ষর

তারিখ ঃ ১৮.১১.২০০২

.....
মহাবিদ্যালয়ের পরিদর্শকের স্বাক্ষর

বি.দ্র. অন্যতম যুগ্ম-পরিদর্শক ড. দীপক সেনশর্মা পরিদর্শনে যেতে পারেন নি, তাঁর ব্যক্তিগত অসুবিধা থাকায়।

(ঝ) দপ্তরে নিয়ম-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটার প্রবণতা সম্পর্কে প্রতিবেদন

প্রতি

পরিচালন অধিকর্তা

ফোনেক্স ইন্ডিয়া লিমিটেড

৬৪ বি.বা.দী. বাগ

কলকাতা ৭০০ ০০১

২ জানুয়ারি, ২০০৩

বিষয় ঃ **দপ্তরে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব**

সবিনয় নিবেদন,

আপনার নির্দেশ মোতাবেক আমাদের কলকাতা দপ্তরের কাজকর্মে নিয়ম-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি নিয়ে আমি স্বাধীনভাবে যে তদন্ত করি তার প্রতিবেদন আপনার বিবেচনার্থে পেশ করছি।

কাজে যোগ দেওয়ার সঠিক সময় না মেনে দপ্তরে কর্মচারীদের হাজিরা এবং প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকজন বরিষ্ঠ আধিকারিকের বিলম্বে উপস্থিতি নিয়ম-শৃঙ্খলার অবনতির প্রথম কারণ বলে আমার ধারণা। দ্বিতীয়ত দপ্তরে নিয়ম-শৃঙ্খলার অবনতি প্রবণতা কারণ সম্ভবত কর্মচারীদের বহুবিধ দাবি মেটানোর ব্যাপারে পরিচালকের তরফে প্রদত্ত পূর্ব-প্রতিশ্রুতি কার্যকর না করা। তৃতীয়ত বরিষ্ঠ আধিকারিকদের প্রতি অধঃস্তন কর্মচারীদের আনুগত্য না দেখানোর ব্যাপারে ট্রেড-ইউনিয়নের প্ররোচনা।

আমার প্রস্তাব হল ১. কোনো কর্মচারী পরপর তিন দিন দেরিতে দপ্তরে এসে কাজে যোগ দিলে একদিনের ছুটি কাটা যাবে বলে আগাম সতর্কবার্তা জারি করা। ২. অধঃস্তন কর্মচারীর পক্ষে বরিষ্ঠ আধিকারিক সহ ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর অফিস-সংক্রান্ত নির্দেশ বা অনুরোধ অমান্য করা দুর্বিনয় বলেই বিবেচিত হবে—তা জানিয়ে দেওয়া। ৩. কালক্ষেপ না করে কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে পরিচালনের তরফে দেওয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে যে পরিচালকবর্গ অঙ্গীকারবদ্ধ, তা কর্মচারীদের জানিয়ে দেওয়া।

আমার বিনীত অনুরোধ, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ও কর্মচারীদের মধ্যে অকস্মাৎ নিয়ম-শৃঙ্খলা না-মানার অশুভ প্রবণতা দূরীকরণে আপনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। নমস্কারসহ

আপনার বিশ্বস্ত

কণিষ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় (সচিব)

(ঞ) অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠানের তরফে প্রতিবেদন

হোটেল ওপেক ইন্ডিয়া লিমিটেড

নিবন্ধিত দপ্তর : ৪১ জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

৩০ জুন, ২০০২ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(কোটি টাকায়)

	৩০-৬-২০০২ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস	পূর্ববর্তী বৎসরে অনুরূপ তিনমাস	৩১-৩-২০০২ তারিখে সমাপ্ত পূর্ববর্তী হিসাবের বৎসর
নিকট বিক্রয়	৮১.৭৫	১০০.৩৭	৩৭৪.৭২
অন্যান্য আয়	৯.৩৭	৮.৯৫	৫২.৬১
মোট আয়	৯১.১২	১০৯.৩২	৪২৭.৩৩
মোট ব্যয়			
(ক) মজুত পণ্যে বৃদ্ধি/হ্রাস	—	—	—
(খ) ব্যবস্থা, স্টোর্স, সুরা ও ধুমপান খাতে খরচ	৮.৩৬	৯.১০	৩৭.২৮
(গ) কর্মী বাবদ ব্যয়	২৬.৬৩	২৭.০৪	১০৮.৯৬
(ঘ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	১০.৫২	১১.২৮	৪০.৯৬
(ঙ) অন্যান্য ব্যয়	৩৫.১৩	৩৬.৪৫	১৪৩.৮৯
মোট	৮০.৬৪	৮৩.৮৭	৩৩১.০৯
মোটমাট লাভ	১০.৪৮	২৫.৪৫	৯৬.২৪
সুদ	২.৭৫	৪.৮৯	১৮.৬০
মূল্যাপকর্ষ	৭.১৬	৬.৯০	২৮.৮৪
অতিরিক্ত দফা ও করের পূর্বে লাভ	০.৫৭	১৩.৬৬	৪৮.৮০
প্রতিপূরক নিধি-ভুক্ত বিবিধ ব্যয়	০.০৮	১.০৭	০.১৪
করের পূর্বে লাভ	০.৪৯	১২.৫৯	৪৮.৬৬
চলতি করের সংস্থান	০.০৪	১.৯৪	৫.৩০
শুদ্ধ লাভ (চলতি করের পর)	০.৪৫	১০.৬৫	৪৩.৩৬
বিলম্বিত কর	০.২১	—	৭.৮০
শুদ্ধ লাভ	০.৬৬	১০.৬৫	৩৫.৫৬
আদায়ীকৃত অবিশেষ অংশ মূলধন (লিখিত মূল্য-প্রতিটি ১০ টাকা)	৫২.৩৯	৫২.৩৯	৫২.৩৯
পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ			৬২৬.৪৬
অবিশেষ অংশ পিছু মূল ও লঘুকৃত আয়—টাঃ	(০.৩১)	১.৫৫	৪.৮৭

ক্ষেত্রভিত্তিক আয়, ফলাফল এবং বিনিযুক্ত মূলধন

	৩০-৬-২০০২ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস	৩১-৩-২০০২ তারিখে সমাপ্ত পূর্ববর্তী হিসাবের বৎসর
ক্ষেত্রভিত্তিক আয়		
ক। হোটেল	৮৫.৭৫	৩৯৬.২১
খ। অন্যান্য	৩.৭৫	১৩.২৯
মোট	৮৯.৫০	৪০৯.৫০
বাদ : আন্তঃক্ষেত্র আয়		
নিকট বিক্রয়		
কাজকর্ম-সূত্রে আয়	৮৯.৫০	৪০৯.৫০
ক্ষেত্র ভিত্তিক ফলাফল		
নিম্নোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে সুদ ও করের পূর্বে লাভ		
ক। হোটেল	২১.০৯	১০৭.২০
খ। অন্যান্য	০.৮৪	৩.৯২
মোট	২১.৯৩	১১১.১২
বাবদ :		
১। সুদ		
২। অবণ্টনীয় আয় বাদসাদ দেওয়ার পর অন্যান্য	২.৭৫	১৮.৬০
অবণ্টনীয় ব্যয়	১৮.৬১	৪৩.৭২
অতিরিক্ত দফা ও করের পূর্বে মোট লাভ	০.৫৭	৪৮.৮০
বাদ : প্রতিপূরক নিধিভুক্ত বিবিধ ব্যয়	০.০৮	০.১৪
করের পূর্বে লাভ	০.৪৯	৪৮.৬৬
বিনিযুক্ত মূলধন		
ক। হোটেল	১২৩১.৩৭	১১৯১.২০
খ। অন্যান্য	২০.২৪	১৯.৪০
মোট	১২৫১.৬১	১২১০.৬০

।। বিশেষ দ্রষ্টব্য।।

- ভারতীয় হোটেল শিল্পের মরসুমি চরিত্রানুযায়ী প্রথম তিন মাসের ফলাফল পুরো বছরের কাজ-কারবারের ইঙ্গিতবাহী নয়।
- আমেরিকায় বিশ্ব-বাণিজ্য কেন্দ্রে বিপর্যয়ের পর ভারতে ভ্রমণার্থীদের আগমন বেশ কমে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে। উপরন্তু বিশ্বজোড়া মন্দা, আর্থিক টানাটানি, জ্বালানি সংকট, ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাসবাদের তান্ডব, মৌলবাদের হিংস্রতা—সব মিলিয়ে পর্যটন-শিল্পে খানিকটা প্রতিকুল প্রভাব পড়ে। তার প্রতিফলন ঘটে প্রথম তিন মাসের কাজকর্মে।
- আলোচ্য তিন মাস সময়ে সুদের পরিমাণ, সুদের পরিবর্তন খাতে ১.৮১ কোটি টাকার লাভ বাদসাদ দেওয়ার পরে দাঁড়িয়েছে ২.৭৫ কোটি টাকা। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে বিদেশি মুদ্রায় ঋণের পুনর্মূল্যায়ান খাতে আলোচ্য তিন মাসে লোকসান হিসাবে ২.৬৫ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত।
- অবিশেষ অংশ-পিছু আয় প্রাসঙ্গিক হিসাব-মান অনুযায়ী শুদ্ধ লাভ থেকে আলোচ্য তিন মাস সময়ের আনুপাতিক অগ্রাধিকার লাভের অংশ বাদ দেওয়ার পর হিসাব করা হয়েছে। ফলে এই তিন মাস সময়ের অবিশেষ অংশ-পিছু আয় নেতিবাচক হয়েছে।
- উপর্যুক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষৎ-এর এক সমিতি কর্তৃক ৩১ জুলাই, ২০০২-এ অনুষ্ঠিত তাঁদের সভায় বিবেচনাক্রমে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

৩১ জুলাই, ২০০২

তীর্থংকর চক্রবর্তী
সভাপতি

১২২.৫ সারাংশ

প্রতিবেদন নানা ধরনের হয়। তার প্রকাশ-প্রচার-উপস্থাপনের মাধ্যম-ও আলাদা-আলাদা। সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী প্রতিবেদনের সঙ্গে বেতারে প্রচারের জন্য তৈরি প্রতিবেদনের খানিকটা ফারাক থাকে। অনুরূপ নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনের সঙ্গে দূরদর্শনের প্রতিবেদনের পার্থক্যটা কারো নজর এড়ায় না। অর্থাৎ মাধ্যম-স্বাতন্ত্র্যে প্রতিবেদনের রকমফের ঘটে। পাশাপাশি ভঙ্গিতে, স্বাদে অন্যরকম হয়ে যায় সাংগঠনিক-প্রাতিষ্ঠানিক-আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন।

১২২.৬ অনুশীলনী

ক. ছোট প্রশ্ন [প্রতিটি মান ১ নম্বর।]

১। 'হ্যাঁ, বা 'না' লিখে, কিংবা এককথায় উত্তর দেবেন।

অ. সংবাদপত্রের উপযোগী প্রতিবেদনের সঙ্গে কি দূরদর্শনে সম্প্রচারের উপযোগী প্রতিবেদনে কোনো পার্থক্য আছে কি?

আ. রিপোর্ট ও রিপোর্টাজ কি এক?

ই. রিপোর্ট ও নিউজ-আইটেম কি অভিন্ন?

ঈ. সংবাদের জন্যে তৈরি প্রতিবেদনের সঙ্গে কি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনের পার্থক্য আছে?

উ. মেক্সিকান ইন্ডিয়ানদের মধ্যে অন্তত কত রকম ভাষা ও বুলি আছে?

২। বিশ্ব জুড়ে সংবাদ সরবরাহ করে এমন দুটি নিউজ এজেন্সির নাম লিখুন।

খ. মাঝারি প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫ নম্বর। পাঁচ-ছ'টি বাক্যে উত্তর দিতে হবে।]

১। নিউজ এজেন্সির সংবাদপ্রাপ্তির সূত্র বা উৎস কী কী?—পাঁচটির নাম লিখুন।

২। নিউজ এজেন্সি থেকে সংবাদ কেনেন কারা?—পাঁচটির নাম লিখুন।

৩। 'নৌকাডুবি ঘটেছে'—এ বিষয় নিয়ে দূরদর্শনে প্রচারের উপযোগী একটি প্রতিবেদন মাত্র পাঁচটি বাক্যে রচনা করুন।

৪। বাস দুর্ঘটনায় একজন পথচারীর মৃত্যু ঘটেছে।—এ বিষয় নিয়ে বেতারে প্রচারের উপযোগী একটি প্রতিবেদনের খসড়া তৈরি করুন।

৫। রেগে গিয়ে পুলিশ একজন ছাত্রকে কামড়ে দিয়েছে।—এ বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমের জন্য নিউজ এজেন্সির তরফে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করুন।

গ. বড় প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১৫ নম্বর। কোনো উত্তরই ১৫টি বাক্যের বেশি হবে না।]

১। নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে সাধারণত কী কী কাম্য?

২। ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণভাবে নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদকদের কাছে কী কী আচরণ দাবি করা হয়?

৩। নিউজ এজেন্সির সার্থক প্রতিবেদকের মধ্যে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়?

৪। নিউজ এজেন্সির জন্য প্রতিবেদন রচনার স্তরবিন্যাস ব্যাখ্যা করুন।

৫। অবিরাম বৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চাষের ক্ষতি হয়েছে।—এ বিষয় অবলম্বন করে ১৫টি বাক্যে সংবাদপত্রের উপযোগী প্রতিবেদন রচনা করুন।

৬। সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিচের প্রতিবেদনগুলি পড়ুন। তারপর প্রত্যেকটি সংবাদ নিয়ে পাঁচটি বাক্য করে দূরদর্শনের উপযোগী প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত করুন।

(ক) মাদ্রাসা শিক্ষায় মান উন্নয়নে পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ১২ই নভেম্বর—রাজ্যের মাদ্রাসাগুলির পঠন-পাঠনের মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ বেশ কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিচ্ছে। মঙ্গলবার মাদ্রাসা পর্ষদের সভাপতি ড. আবদুস সাত্তার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, হাই মাদ্রাসা এবং আলিম পরীক্ষা ২০০০-র ফলাফলের ভিত্তিতে বেশ কিছু মাদ্রাসার পঠন-পাঠন নিয়ে প্রশ্ন তুলে মাদ্রাসা ভিত্তিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হবে। পর্ষদের সার্কুলার (সার্কুলার নম্বর ৮০৮) জারি করে সংগৃহীত মাদ্রাসাভিত্তিক বিস্তারিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এর পরবর্তী পর্যায়ে নেওয়া হবে কিছু পরিকল্পিত পদক্ষেপ। তিনি জানিয়েছেন পর্ষদের যে সমস্ত মাদ্রাসার ৪০ শতাংশের কম ছাত্রছাত্রী হাই মাদ্রাসা ও আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সেই সমস্ত মাদ্রাসার পঠন-পাঠন ও শিক্ষাগত পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হবে। ছাত্রছাত্রীদের সহপাঠক্রম দক্ষতার প্রশ্নটিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

তিনি জানিয়েছেন, লক্ষ্য করা যাচ্ছে সাধারণ গ্রাম ও মফস্বলের ছাত্রছাত্রীরা সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হচ্ছে না। এর ফলে প্রতিযোগিতার বাজারে তারা অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ছে। এই ঘাটতি কাটানোর জন্য উদ্যোগ নিতে হবে শিক্ষকদেরই। শিক্ষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অবশ্য চালু রয়েছে। আগামী দিনে প্রধান শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নিয়ে একটি ম্যানুয়াল বা নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হবে। দক্ষ প্রশাসক হিসেবেও প্রধান শিক্ষকদের তৈরি হতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এর পাশাপাশি মাদ্রাসাগুলির শিক্ষাগত ন্যূনতম পরিকাঠামো আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে এবং তার ভিত্তিতে কিছু ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।

(খ) বেসরকারি স্কুলে বেনিয়ম ঃ অভিযোগ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ১২ই নভেম্বর—তোপসিয়া অঞ্চলে একটি বড় মাপের বেসরকারী স্কুল চিলড্রেন্স অ্যাকাডেমি বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে যাবতীয় নীতি নিয়মকে দূরে সরিয়ে রেখেই। স্কুল সংক্রান্ত অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগ স্কুলেরই ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের একাংশের। তাঁরা স্কুল সংক্রান্ত বেশকিছু অনিয়ম ও অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগ জানিয়েছেন রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের কাছে। তাঁরা অভিযোগ তুলেছেন স্কুল চালানোর নামে স্কুলের মালিক ও অধ্যক্ষ শঙ্কর

চৌধুরী চালাচ্ছেন বেদম ব্যবসা। শুধু তাই নয় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও বেশ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে ন্যূনতম বেতনের বিনিময়ে শিক্ষকতা করতে হচ্ছে। কিন্তু স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে কি কিছু কম পয়সা আদায় করা হয়? মোটেই না। ছাত্রপিছু-২৫০ থেকে ৪০০ টাকা টিউশন ফি নিয়ে প্রতিদানে শিক্ষার ন্যূনতম পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা হয়নি স্কুলের।

অথচ সরকারী অনুমোদন পাওয়ার জন্য স্কুলের অধ্যক্ষের তৎপরতা কিছু কম নয়। তবে স্কুলের অনুমোদন না পেলেও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হালতু হাইস্কুলের মাধ্যমে মাধ্যমিক পাস করানোর ব্যবসা চলছে ভালোই। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, স্কুলের অধ্যক্ষ ও মালিক শঙ্কর চৌধুরী স্কুল চালানোর পাশাপাশি এলাকায় দেশী মদের দোকানও চালাচ্ছেন। স্কুলের ৮০০ ছাত্রের কাছ থেকে ভালো অঙ্কের অর্থ আদায় করা হলেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাসিক আড়াই থেকে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে শিক্ষকতা করতে বাধ্য করা হয়। জানা গেছে, শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে কিছু কুরুচিকর পরিস্থিতিরও মুখোমুখি হতে হয় মাঝেমধ্যে। দিনের পর দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আড়ালে এই রমরমা ব্যবসা দেখে বিক্ষুব্ধ এলাকারই কিছু মানুষ।

(গ) বিশ্বমানের শিশুবিভাগ এজি'তে

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কলকাতার অ্যাসেম্বলি অব গড হাসপাতালের শিশু বিভাগকে বিশ্বমানের করতে চায় আন্তর্জাতিক সংগঠন মিশন অব মার্সি। শনিবার সংগঠনের প্রেসিডেন্ট বব হউলিহান জানিয়েছেন, এই হাসপাতালটিকে তাঁরা চলতি বছরে অধিগ্রহণ করছেন। এর পর এটিতে বিশ্বমানের শিশু বিভাগ করতে হলে কী কী করতে হবে তা জানার জন্য সমীক্ষা চালানো হবে। তবে শিশু বিভাগের পাশাপাশি এর অন্য বিভাগগুলিও চালু থাকবে। নতুন বিভাগের ব্যাপারে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র। এ দিনই হাসপাতালের সপ্তাহব্যাপী রজতজয়ন্তী উৎসবের সূচনা করে মিশন ও হাসপাতালের হয়ে সূর্যকান্তবাবু বেশ কয়েক জন প্রতিবন্ধীকে হুইলচেয়ার দেন। হউলিহান জানিয়েছেন, আগামী তিন বছরের মধ্যে ১০ লক্ষ ডলার দান সংগ্রহ করে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আনা হবে। আমেরিকা থেকে প্রখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরাও এই হাসপাতালে আসবেন।

(ঘ) 'ফার্ম হাউস-এর ওপর কর বসতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর—সাধারণ কৃষি ক্ষেত্রকে কর কাঠামোর বাইরে রেখে 'ফার্ম হাউস'-এর উপর কর বসানো যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী অজিত সিংহের বক্তব্য, ''বড়লোকের ফার্ম হাউসের উপর কর বসানোর কথা ভাবা হচ্ছে।'' তবে সাধারণভাবে কৃষি ক্ষেত্রের উপর আয় কর বা অন্যান্য কোনও কর বসানোর কোনও প্রশ্নই নেই বলে অজিত সিংহ জানিয়ে দেন।

তবে কৃষি ক্ষেত্রে কর বা অন্য কিছু নিয়ে নয়, আপাতত অজিত সিংহ উদ্বিগ্ন কৃষিক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি নিয়েই। ১৯৯৫ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ২০০৫ সাল থেকেই কৃষি ক্ষেত্রের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ভারতে লাগু হতে চলেছে। তার আগে আলাপ-আলোচনার সুযোগ নিয়ে তিনটি বিষয়ে ভারত সরকারকে যতখানি সম্ভব সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে উন্নত দেশগুলির বাজারে ঢোকার বিষয়, কৃষি ভর্তুকি এবং শুল্ক কাঠামো নিয়ে ভারতকে কিছু সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কার্যত সেই আলোচনায় বসার আগে কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে দেশ জুড়ে একটি সার্বিক রাজনৈতিক ঐকমত্য।

এই ঐকমত্যের লক্ষ্যেই আজ দিল্লিতে সমস্ত রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীদের একটি বৈঠক ডেকেছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী অজিত সিংহ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য-দেশগুলির সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনার আগে কেন্দ্রের দেশের মধ্যেই আরও কয়েক দফা বিভিন্ন স্তরে আলোচনা করতে চায়। আগামী ২৯ অক্টোবর সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সঙ্গে বসছে কেন্দ্রীয় সরকার।

আজকের বৈঠকের পর, অজিত সিংহ জানান, সব রাজ্যের মতামত আমরা শুনেছি। মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে আমাদের চিন্তা। এই বিষয়গুলি হল : অভ্যন্তরীণ ভর্তুকি, রফতানি ভর্তুকি এবং শুল্ক হার। উন্নত দেশগুলি নিজ নিজ দেশের কৃষি ক্ষেত্রকে বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য তৈরি করতে প্রচুর ভর্তুকি দিচ্ছে। কিন্তু ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এত ভর্তুকি দেওয়া সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ১১৫ বিলিয়ন ডলারের কৃষি ভর্তুকি ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে, ইউরোপিয় ইউনিয়নের ভর্তুকি প্যাকেজের পরিমাণ সাড়ে তিনশ বিলিয়ন ডলার। এরফলে, বিশ্ব বাজারে তাদের কৃষকরা বাড়তি সুবিধা পাবেন। এরই পাশাপাশি রফতানি ভর্তুকিও এই সব উন্নত দেশগুলি বাড়াচ্ছে। ফলে তুলনামূলক কম দামে বিশ্ব বাজার দখল করা তাদের পক্ষে সম্ভব। অন্যদিকে, বহিঃরাষ্ট্রের পণ্যের ক্ষেত্রে উচ্চ শুল্ক ধার্য করে তার গতি রোধ করার সুযোগও উন্নত দেশগুলির রয়েছে।

এই অবস্থায় ভারত সরকার যেমন কৃষ্টি ক্ষেত্রে ব্যাপক ভর্তুকি দিতে পারছে না তেমনই রফতানি ভর্তুকি দিয়ে উচ্চ শুল্কের বিষয়টিকে নিষ্ক্রিয় করতে পারছে না। অজিত সিংহের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসে সমানে সমানে খেলার জন্য আলোচনা চালাতে চায় নয়াদিল্লি। ভারতের লক্ষ্য, অন্য দেশের কৃষি ভর্তুকি কমানোর চাপ দেওয়া। একই সঙ্গে রফতানি ভর্তুকি কমানো ও শুল্ক হার কম রাখতে উন্নত দেশগুলির উপর চাপ তৈরি করলে ভারতীয় কৃষি পণ্য সুবিধা পেতে পারে। শুল্ক হার কম রাখতে পারলে সেই সব দেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রবেশের সুযোগ থাকবে।

৭। নতুন এলাকায় একটি শো-রুম খোলার সম্ভাবনা নিয়ে সচিব হিসাবে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করবেন তার খসড়া প্রস্তুত করুন।

৮। কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য শিল্পমেলায় একটি স্টল খোলার যথার্থ বিষয়ে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষৎ-এর চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপন করুন।

১২২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। R. K. Chatterjee : *Mass Communication.*

২। Vladimir Hudec : *Journalism*

৩। Julius Waldschmidt : *Journalistic Genre and Their Use in Radio*

৪। Yuri Kashlev : *The Mass Media and International Relations.*

৫। C. B. Gupta : *Office Orgnaisation and Management.*

৬। Roy & Roy : *Modern Secretarial Practice and Office Procedure.*

৭। J. P. Bose : *Secretarial Practice and Office Procedure.*

একক ১২৩ ❑ অনুচ্ছেদ

গঠন

১২৩.১ উদ্দেশ্য

১২৩.২ প্রস্তাবনা

১২৩.৩ মূলপাঠ

১২৩.৪ সারাংশ

১২৩.৫ অনুশীলনী

১২৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে কয়েকবার পড়ুন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ুন। পড়া শেষ হয়ে গেলে আপনি নিজে নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনি নিচে লেখা সামর্থ্যগুলি অর্জন করে ফেলেছেন। এই যে সামর্থ্য আয়ত্ত করলেন তার মূলে অনেকটাই রয়েছে এই এককটি উপস্থাপনার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যগুলি হল—

- যে-কোনো বিষয়কে সহজ ও সুন্দরভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করবার ক্ষমতা অর্জন।
- যে-কোনো বিষয় নিয়ে নিজের মতামত দিতে পারবেন খুব তাড়াতাড়ি।
- অবান্তর প্রসঙ্গ ছেঁটে ফেলে আসল কথাগুলি মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করবার দক্ষতা অর্জন।
- অল্প কথায় যে-কোনো বক্তব্যকে সংহত অথচ সাবলীলভাবে প্রকাশ করার প্রবণতা তৈরি হয়ে যাওয়া।
- মুহূর্তের ঝিলিক-মারা চিন্তাগুলি কীভাবে লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা যায় সেই কৌশলটির আয়ত্ত।
- তথ্যনিষ্ঠ থেকে কীভাবে একটি বিষয়কে গুছিয়ে লেখা যায় তার কৌশল রপ্ত করা।
- কোন্ বিষয়টা কীভাবে উপস্থাপন করতে হয়, কার পরে কোন্ তথ্য বা বিষয় পরিবেশন করতে হয় এবং কীভাবেই তা শেষ করতে হয় সে বিষয়ে যথাযথ ও যথোচিত ধারণা অর্জন।

১২৩.২ প্রস্তাবনা

সহজ করে লিখতে আমায় কহ যে / সহজ করে যায় না লেখা সহজে। একেবারে খাঁটি কথা। ঝকঝকে ভাষায় সাজিয়ে-গুছিয়ে সহজ করে বলতে পারা লেখার ব্যাপারটা আদপেই সহজ নয়। বরং এটাই হল সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। আমরা যেমন-যেমন ভাবি সেরকমটি ঠিক লিখে উঠতে পারি না। এর পিছনে যেমন শিষ্ট ভাষার একধরনের সীমাবদ্ধতা আছে, তেমনি রয়েছে চিন্তার অস্বচ্ছতা, অগোছালো ভাব। ফলে মনে মনে যা আওড়াই, লিখতে গিয়ে তা মাঝে মাঝেই পিছলে যায়, জুতসই শব্দ আসে না কলমের ডগায়। এর জন্য প্রথমেই দরকার নিয়মিত অনুশীলন। মনের দরজা-জানলা খোলা রেখে লেখকদের রচনা যেমন পড়তে হবে তেমনি ভেবে দেখতে হবে কীভাবে লেখক তাঁর ভাবনাকে শব্দের পর শব্দের মালা গেঁথে পরিবেশন করেছেন। বিষয় ও রীতি কীভাবে এক হয়ে অনবদ্য হয়ে উঠেছে সেদিকটায় খেয়াল রাখতে হবে বেশি বেশি করে।

অনুচ্ছেদ শব্দটার অভিধানগত অর্থ হল প্রবন্ধাদির বিভাগ বিশেষ। একে বলা যায় ক্ষুদ্র একটি পরিচ্ছেদও, ইংরেজিতে প্যারাগ্রাফ। সাধারণভাবে অনুচ্ছেদ বলতে বোঝায় এমন এক ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা যার মধ্যে লেখকের ভাব-ভাবনার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে খুবই সংক্ষেপে, এবং একটিমাত্র অনুচ্ছেদের স্বল্প-পরিসরে। অর্থাৎ একটি অনুচ্ছেদের মধ্যেই সমগ্র বিষয়টির সামগ্রিক পরিচয় দিয়ে দিতে হয়। এখানেই প্রবন্ধের সঙ্গে অনুচ্ছেদের মৌলিক তফাৎ। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এক-একটি তথ্য ও বক্তব্য পরিবেশনের জন্য স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অনুচ্ছেদের বেলায় সেটি হবার জো নেই। কেননা একটিমাত্র অনুচ্ছেদ-এর মধ্যেই পুরে দিতে হয় যাবতীয় ও নিতান্তই অপরিহার্য তথ্য ও বিষয়। এখানে একাধিক অনুচ্ছেদ রচনার কোনো সুযোগ নেই।

তবে প্রবন্ধের মতো অনুচ্ছেদ-ও একটি শিল্পকর্ম। এ জন্য যেসব ব্যাপারে সচেতন থাকলে ভালো হয় সেগুলি হল ঃ

(ক) নির্বাচিত বা প্রদত্ত বিষয়টি সম্পর্কে মনে মনে একটা স্পষ্ট ধারণা প্রথমে গড়ে নেবেন।

(খ) বক্তব্য ও ভাষার পুনরুক্তি বর্জন করে চলবার চেষ্টা করবেন।

(গ) ভাষায় সাধু রীতি ও চলিত রীতি মিশিয়ে ফেলবেন না। এ ধরনের মিশ্রণ পরিত্যাজ্য।

(ঘ) বানান নির্ভুল হবে।

(ঙ) ভাষা যাতে সহজ, সরল, স্পষ্ট হয় সেদিকে যত্ন নেবেন।

(চ) অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্য থেকে শেষ বাক্যটি পর্যন্ত যাতে দৃঢ়পিনদ্ধ চেহারা পায় সেদিকে খেয়াল রাখলে ভালো হয়।

(ছ) রচনাভঙ্গিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে চেষ্টার কসুর না-করাই বিধেয়।

(জ) নীরস তথ্যকেও জারিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন মনোজ্ঞ পদ্ধতিতে। অকারণ উচ্ছ্বাস পরিহার করাই কাম্য।

১২৩.৩ মূলপাঠ

মোটামুটিভাবে বুঝতে পারলেন অনুচ্ছেদ জিনিসটা কী। এবার নিচে পরপর কয়েকটি অনুচ্ছেদ রচনার নমুনা দেওয়া হল। প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ খুঁটিয়ে পড়ুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন, প্রস্তাবনায় যা যা বলা হয়েছে, তার বাস্তব চেহারাটা কেমন দাঁড়ায় মূলপাঠে। এই রচনার পদ্ধতিটা। কী বা কোন্ কৌশল অবলম্বন করলে ঝকঝকে অনুচেছদ রচনা করা যায়, সেটাও স্পষ্ট হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত মিলিয়ে দেখুন, কোন একটি বিষয়ে আপনাকে অনুচ্ছেদ লিখতে বললে আপনি যেমন-যেমন মনে-মনে সেই বিষয়টির পয়েন্টস বা সংকেত গুছিয়ে নেন তার সঙ্গে প্রদত্ত অনুচ্ছেদগুলির মিল-অমিল কোথায় কোথায় হচ্ছে বা হচ্ছে না সেটা এক ঝলকে জরিপ করে নিন। তবে খেয়াল রাখবেন সব অনুচ্ছেদ যে একই ছাঁচে তৈরি হবে এমন কোন জবরদস্তি এক্ষেত্রে খাটবে না। অনুচ্ছেদ-ও যেহেতু শিল্পকর্ম সেজন্য চিন্তার স্বাধীনতা, প্রকাশভঙ্গির নিজস্বতা প্রশংসারই দাবি রাখে।

(ক) বিশ্বমাতৃভাষা দিবস

এক-একটা বছর বা বিশেষ বিশেষ দিনকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে এর আগে দেশে দেশে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ, শিশুকন্যাবর্ষ, বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস, আন্তর্জাতিক নারীদিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, মানবাধিকার দিবস ইত্যাদি। সেই ধারার অঙ্গস্বরূপ ২০০০ সাল থেকে ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবেই চিহ্নিত। প্রত্যেক বছরেই এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে আমাদের দেশে। পালিত হয় বাংলাদেশে। বিশ্বের সর্বত্র। আসলে, ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাভাষীর কাছেই এক গর্বের দিন। এই দিনই আবার আমাদের শোকের দিন, সংগ্রামের দিন, স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার দিন। আত্ম-আবিষ্কারের এই দিনটিতেই মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে ওপার বাংলার মানুষ রচনা করেন এক কালজয়ী রক্তঝরা ইতিহাস। এই দিনটিই স্মরণ করিয়ে দেয় বাহান্নর ভাষা-শহিদদের স্মৃতি। ১৯৫২ সাল। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে মাতৃভাষার স্বাধিকার রক্ষার দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। এই একুশে ফেব্রুয়ারিই সেদিন ঢাকায় রাজপথ ভিজে গিয়েছিল বরকত, সালাম, রফিক ও জব্বার—চারজন ভাষা শহিদের রক্তে। বলাই বাহুল্য, ধর্মের ভিত্তিতে, ভারতের অঙ্গচ্ছেদেই জন্ম নিয়েছিল পাকিস্তান—পূর্ব ও পশ্চিম। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমের ভৌগোলিক দূরত্ব, সাংস্কৃতিক ব্যবধান, ভাষাগত পার্থক্য অস্বীকার করেই পাকিস্তান সরকার পুবের ওপরও

চাপিয়ে দিয়েছিল উর্দুভাষার জবরদস্তি। ১৯৫২-র ২৬ জানুয়ারি ঘোষিত হয়—"একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" ফুঁসে উঠল পূর্ব ভূখণ্ডের বাঙালি জনগণ। ২৭ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কলাভবনের আমতলায় হল প্রতিবাদ সভা। ৩০ জানুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ জুড়ে ডাক দেওয়া হল সাধারণ ধর্মঘটের। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। মিছিলে মিছিলে উত্তাল সমগ্র প্রদেশ। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দাবি উঠল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—বাংলা চাই, বাংলা চাই', 'মুখের ভাষা, মায়ের ভাষা কেড়ে নেওয়া চলবে না—চলবে না চলবে না।' মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এ-এক গৌরবোজ্জ্বল যুগান্তকারী ইতিহাস। এই সংগ্রামের ধারাই যেন নতুন ব্যঞ্জনা পেল ১৯৫৬-র ১ নভেম্বর যখন ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগঠনের দাবি নিয়ে পুরুলিয়া থেকে হাজার-হাজার বাংলাভাষীর পদযাত্রা এল কলকাতায়। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে ১৯৬১-র ১৯মে শিলচরে শহিদ হলেন একজন মহিলাসহ ১১ জন। তবে ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল সমস্ত ভাষা-সংগ্রামের প্রেরণাস্থল, আলোকবর্তিকা। তাই এই দিনটিকে পৃথিবী জুড়ে স্মরণ করার মধ্যে মাতৃভাষার মর্যাদাই স্বীকৃত। ধ্বনিত হয় ঃ

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?

(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যে মননক্রিয়া হল মনের জীবন, সেই জীবনই মনুষ্যত্ব। আর সেই মনুষ্যত্বে যিনি সীমাহীন আকাশ, অভ্রংলিহ স্বর্ণচূড়া তিনিই হলেন অলোকসামান্য পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এক লহমায় তিনিই ঘুচিয়ে দিয়েছেন শত শত শতাব্দীর কুসংস্কারদীর্ণ আমাদের সমাজ-অচলায়তনের অন্ধকার, ছড়িয়ে দিয়েছেন শিক্ষার আলো, আর্ত-হৃদয়ে সঞ্চার করেছেন করুণার অমৃত-বারি। তিনিই সেই বিরলতম ব্যক্তিত্ব যিনি অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক এই মরুভূমির দেশে প্রবাহিত করে দেন মানবতার মন্দাকিনী। পাশাপাশি তিনিই সেই মহত্তম ভাষাশিল্পী যিনি বাংলার গদ্যের গভীরে প্রথম তোলেন ছন্দের কল্লোল, আনেন শৈল্পিক সংযমের সুমিত সুষমা। এ হেন চেতনার তরবারি ঈশ্বরচন্দ্রের আর্বিভাব ঘটে সেকালের হুগলির (বর্তমান মেদিনীপুর) অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতীদেবীর গৃহে। সময়টা ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০। গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ। তারপর কলকাতা। সংস্কৃত কলেজ তাঁর প্রথাগত শিক্ষালাভের মর্মভূমি। প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি হতেন প্রথম, পেতেন বৃত্তি। দারিদ্র্য তাঁকে কখনও বিভ্রান্ত করতে পারেনি, বরং করেছে আরো বেশি প্রত্যয়ী, সংগ্রামী, দৃঢ়। অসাধারণ অধ্যয়ন স্পৃহার অসামান্য স্বীকৃতি পান ১৮৪০-এ, লাভ করেন 'বিদ্যাসাগর' উপাধি। তারপর যোগ দিলেন ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজে, হলেন বাংলা বিভাগের হেড-পণ্ডিত। তারপর অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব নিলেন সংস্কৃত কলেজের। কিন্তু বেশি দিন সেখানে নিজেকে বন্দি করে রাখতে পারলেন না। তৈরি করলেন মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজ। একে একে গড়ে তুললেন একাধিক বিদ্যালয়। শিক্ষাবিস্তারে তিনি ছিলেন অনলস, নারীশিক্ষা বিস্তারে দৃঢ়ব্রতী, সংগ্রামী। বিধবা বিবাহ তিনি প্রচলন করেন, বাল্যবিবাহ করেন নিবারণ। তাঁর কথায়, 'বিধবা বিবাহ আমার সবচেয়ে বড় সৎকর্ম'। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা দীপ্যমান। তাঁর 'বর্ণপরিচয়' মাতৃভাষা শিক্ষার আজও প্রথম ধাপ। কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস ইত্যাদি বিদ্যাসাগরের রচনাসম্ভার বাংলা গদ্যসাহিত্যের এক-একটি উজ্জ্বল হিরের টুকরো। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।' তাঁর মতে, 'বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত সুবিন্যস্ত সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংগত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।' বস্তুত, বিদ্যাসাগর আমাদের জীবনে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, বিরলতম ব্যক্তিত্ব। তাঁর অজেয় পৌরুষ, নিরলস সংগ্রাম, সর্বব্যাপী মানবতা, কঠোরতা, দুর্দমতা, অনম্যতা, জীবনবাদ সব মিলিয়ে তিনি এক জ্যোতির্ময় মনুষ্যত্ব। অবশেষে সংগ্রামে, বেদনায়, মানবমহিমার এই অপারাজেয় পৌরুষশিখা নির্বাপিত হয় ১৮৯১-র ২৯ জুলাই। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি' বিদ্যাসাগর যথার্থই নিয়েছিলেন আমাদের মানুষ করার ভার। মাইকেল মধুসূদনের কথায়,

বিদ্যারসাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।

(গ) রবীন্দ্রনাথ

আমাদের মর্মে মর্মে যাঁর অধিষ্ঠান, যিনি রয়েছেন আমাদের শয়নে-স্বপনে-জাগরণে, আমাদের সেই অস্তিত্ব, স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিই কবীনাং কবিতমঃ, স্বপ্নের দিশারী, ভারত-আত্মা বিশ্বপথিক। জন্মেছিলেন ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ। পিতা ঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা ঃ সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের চতুর্দশতম সন্তান। আবির্ভূত হন তিনি উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে। শিক্ষা নিয়েছিলেন মূলত জীবনের পাঠশালা থেকে। 'বনফুল' দিয়ে কাব্যাঞ্জলি শুরু করে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' শোনান, আর তুলে ধরলেন 'কবিকাহিনী'। তারপরেই 'শৈশব-সংগীতে'র সীমানা পেরিয়ে 'সন্ধ্যাসংগীত' অতিক্রম করে শোনালেন 'প্রভাতসংগীত', স্পষ্ট হল 'ছবি ও গান'। 'কড়ি ও কোমল'-এ 'মানসী' রচিত হল, ভরে গেল 'সোনার তরী।' চিত্রিত 'চিত্রা'য় 'চৈতালি'-তে দেখা গেল 'কণিকা'। 'কথা' দিয়ে 'কল্পনা'র উদ্দামতায়

'ক্ষণিকা'র দ্যুতি ছড়িয়ে 'নৈবেদ্য' রচনা করলেন। 'স্মরণ' হল স্মরণীয়তর, 'শিশু' প্রাণময়। 'উৎসর্গ' করলেন কবি 'খেয়া'। নিবেদিত হল 'গীতাঞ্জলি', গাঁথলেন 'গীতিমাল্য', শেষ হল 'গীতালি'। না, শেষ নয় এখানেই। 'বলাকা'র ডানায় 'পলাতকা'র ছায়া নিয়ে 'শিশু ভোলানাথ' 'পূরবী'তে যে সুর তুললেন তার 'লেখন ও স্ফুলিঙ্গ' 'মহুয়া'র সৌরভে 'বনবাণী'তে এসে ঘোষণা করল 'পরিশেষ'। সত্যিই কি সমাপন? 'পুনশ্চ' তিনি 'বিচিত্রতা'য় 'শেষ সপ্তক' রচনা করবেন বলে 'বীথিকা'র 'পত্রপুট'-এ 'শ্যামলী'কে ঘিরে 'খাপছাড়া' ভাবে 'ছড়ার ছবি' এঁকে 'প্রহাসিনী'র 'ছড়া'য় এসে দাঁড়ালেন 'প্রান্তিক'-এ। জ্বালতে চাইলেন 'সেঁজুতি'। 'আকাশপ্রদীপ'-এর আলোয় 'নবজাতক' 'সানাই' বাজিয়ে ক্ষণিকের আশ্রয় নিলেন 'রোগশয্যায়'। 'আরোগ্য' লাভ করতে দেরি হল না। ৮১তম 'জন্মদিনে'ই অনুভব করলেন 'শেষ লেখা'র তাগিদ। অবশ্য এ সবের ফাঁকে-ফাঁকে কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, রোমান্টিক ট্রাজেডি, রূপক-সংকেতিক, সামাজিক, ঋতুনাট্য, নৃত্যনাট্য তৈরি হয়ে যায়। বাংলা ছোটগল্পের তো তিনিই যথার্থ রূপকার। ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, রাষ্ট্রচিন্তা, ছন্দোবিজ্ঞান, বিশ্বপরিচয়—সব কিছু নিয়ে সমৃদ্ধ করলেন বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ভুবনটি। ছিন্নপত্র, ছিন্ন পত্রাবলী, চিঠিপত্রে উন্মোচিত হল তাঁর হৃদয়ের অনুভূতি, ঘটল মনীষার বিচ্ছুরণ, আবেগের শতঝর্ণাধারা। পেয়ে যান নোবেল পুরস্কার-ও। গড়ে তোলেন শ্রীনিকেতন, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী। অবশেষে ১৯৪১-এর ৭ আগস্ট ছিন্ন করলেন তিনি মর্ত্যমমতা। কিন্তু আমরা জানি—

তিনি জীবনের সংগীত
তিনি সত্তার নির্ভর
তিনি মুক্তির পথনির্দেশ
তিনি চলমান সুন্দর।

(ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে যিনি জন্মগ্রহণ করে সমগ্র বাঙালি জাতির স্বপ্নকে ভাষা দিয়েছিলেন কবিতায়, গানে তিনিই হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। বিপ্লবী বাংলার এই অগ্নিহোত্রী কবিই ছিলেন যেন কালবোশেখির ঝড়, দুর্বার ধূমকেতু। রণোন্মত্ত সৈন্যদলের তিনি তূর্যবাদক, জীবনযুদ্ধের অগ্নিবীণা। আবির্ভাব তাঁর ১৮৯৯-এর ২৪ মে, বর্ধমানের চুরুলিয়ায় ফকির আহম্মদ ও জাহেদা খাতুনের পরিবারে। অভাব-অনটন ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাই প্রথাসিদ্ধ লেখাপড়া তাঁর বেশি দূর হয় নি, নিরবচ্ছিন্ন তো নয়ই। সাত বছর বয়সেই বাবাকে হারিয়ে জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় তাঁকে। নানান পেশায় পড়েন জড়িয়ে, আবার বিদ্যালয়ের নেশাও তাঁর ঘুচত না। কোরান-শরীফ পাঠ করা ও ধর্মীয় উপদেশ দান যাঁর বাল্যে ছিল বৃত্তি তিনিই পরে লিখলেন, 'কাটিয়ে উঠেছি ধর্ম-আফিম নেশা / ধ্বংস করেছি ধর্ম-যাজকী পেশা।' কখনো ভিড়লেন লেটো দলের জন্য গান বা পালাগান রচনার

আসরে, আবার কখনো টিকে থাকার দায়ে নেন রুটির দোকানে চাকরি। মাঝে মাঝে আবার বিদ্যালয়ে যাতায়াত, ঘন ঘন চলত স্কুল পাল্টানোও। দশম শ্রেণির ছাত্রাবস্থাতেই নাম লেখালেন সেনাবাহিনীতে, হয়ে গেলেন হাবিলদার, বয়স তখন সতেরো। আবার ছেদ পড়ল। সৈনিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। ফিরে এলেন কলকাতার নাগরিক পরিমণ্ডলে। বেছে নিলেন সাংবাদিকতার বৃত্তি। যোগ দিলেন 'নবযুগ' দৈনিকে। পরে যুক্ত হন 'দৈনিক সেবক'-এর সঙ্গে। ১৯২২ সাল। বের করলেন নিজেই একটি কাগজ—'সাপ্তাহিক ধূমকেতু'। রবীন্দ্রনাথ জানালেন স্বাগত। বললেন, 'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু, /আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,/দুর্দিনের এই দুর্গশিরে/উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন', সেই বিজয় পতাকাই নজরুল ওড়ালেন বাংলা কবিতায়, যৌবনের শিরায় শিরায়। তাই ব্রিটিশের রাজরোষে পত্রিকাটি হল বাজেয়াপ্ত, নজরুল কারারুদ্ধ। এক বছর বাদে হলেন মুক্ত। বিয়ে করলেন প্রমীলা সেনগুপ্তকে। নিজের জীবনেই প্রমাণ রাখলেন 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান/মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।' ১৯২২-এ বেরোয় তাঁর 'অগ্নিবীণা'। ঘোষণা করলেন 'আমি চির-বিদ্রোহী বীর—/আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির'। পরের বছরেই 'দোলন-চাঁপা'। বললেন, 'আজ সৃস্টি-সুখের উল্লাসে—/মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগব্‌গিয়ে খুন হাসে/আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।' একে একে প্রকাশিত হল বিষের বাঁশী, ভাষার গান, প্রলয় শিখা, ছায়ানট, পুবের হাওয়া, সাম্যবাদী, চিত্তনামা, সর্বহারা, ফণিমনসা, সিন্ধুহিন্দোল, ঝিঙে ফুল, সাত ভাই চম্পা, জিঞ্জীর, চক্রবাক, সন্ধ্যা, নতুন চাঁদ, মরু ভাস্কর, শেষ সওগাত। লিখেছেন অজস্র গান, দিয়েছেন সুর। অনুবাদ-ও যেমন করেছেন হাফিজকে, ওমর খৈয়ামকে তেমনি লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটিকা, গীতিনাট্য, ছায়াচিত্রের কাহিনী ইত্যাদি। অবশেষে ট্রাজিক নায়কের মতোই দীর্ঘদিনের মৌন যন্ত্রণা নিয়ে তিনি মারা যান ১৯৭৬-এর ২৯ আগস্ট। তাঁর দেহ সমাধিস্থ হয় বাংলাদেশে। অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই লেখেন—

ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।

(ঙ) পরিবেশ

সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, নিরাপত্তার ব্যাপারেও আজ যা বিরাট প্রশ্ন হয়ে মানুষকে শঙ্কিত, বিপর্যস্ত করে তুলছে তা হল পরিবেশ দূষণের সমস্যা। অবক্ষয়ের দিকে যেন দ্রুত ছুটে চলেছে আমাদের পরিবেশ, হারিয়ে যাচ্ছে তার সুষম বিন্যাস, সংগতি সাধক ভারসাম্য। বাস্তবিকই যে পৃথিবী আমাদের বাসভূমি, যেখানে যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জল-বায়ুমণ্ডল-উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ আরণ্যভূমি, মাটি, মাটির নিচের খনিজ পদার্থ—জীবনের পক্ষে সহনীয় উষ্ণতা—সকল শক্তির উৎস সূর্যালোক রয়েছে, আজ সেখানে পড়েছে

গ্রহণের ছায়া। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ সহ সজীব ও অজীব উপাদান নিয়ে গড়া জীবনের নির্ভরস্থল পরিবেশে লেগেছে বিনষ্টির ছোঁয়া। অথচ আমরা ভুলে যাই, এই পৃথিবীর অনন্য সম্পদ যে জীবন, কোটি কোটি বছর ধরে পরস্পরের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রজাতির জীব যেখানে বসবাস করছে, সেই বিশ্বের কোন জীবের পক্ষেই আর টিকে থাকা সম্ভব হবে না, যদি মানুষ বঞ্চিত হয় পরিবেশের আনুকূল্য থেকে। তাই পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর উপাদান ও বর্তমান সমস্যাবলিকে যেমন আমাদের সনাক্ত করা জরুরি তেমনি প্রয়োজন তার প্রতিকারকল্পে সঠিক ব্যবস্থাগ্রহণ। বস্তুত শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই পরিবেশের ওপর যথেচ্ছ অনাচার, অত্যাচার শুরু হয়। মানুষের হাতেই ঘটে যায় তার গুণগত মানের বদল। দেখতে দেখতে আজ সেই সমস্যার ব্যাপকতা মানবসভ্যতাকেই চ্যালেঞ্জর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। গ্রেট কমনস্ বা মহত্তম যৌথ সম্পত্তি-ও পরিবেশ দূষণে আক্রান্ত। জীবাশ্ম জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আবহমণ্ডলে বাড়িয়ে দিয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ, পাশাপাশি নিধন হচ্ছে সবুজ অরণ্য। ক্লোরোফ্লুরোকার্বন যৌগদের ব্যবহার, নির্গমন এবং অন্যান্য ওজোন ধ্বংসকারী গ্যাসীয় পদার্থের নির্গমনের ব্যাপকতা শান্তমণ্ডলে ওজোন-গর্ত ধীরে ধীরে বাড়িয়ে চলেছে। বেশি বেশি ফসলের আশায় কৃষিক্ষেত্রে যেভাবে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার দিনকে দিন বেড়ে চলেছে তাতে বাস্তুতন্ত্র ও জনস্বাস্থ্য ভয়ংকর বিপদের মুখোমুখি। ক্লোরিন ঘটিত কীটনাশক পদার্থ ডিডিটি, অ্যালড্রিন, ক্লোরডেন, লিনডেন, হেপ্টাক্লোর, সাইরেক্স, কেপোন, ডায়েলড্রিন-এর ব্যাপক প্রয়োগ মহাসমুদ্র ও মেরু অঞ্চলকেও নিরাপদ রাখছে না। অতি-বেগুনি রশ্মির প্রভাবও যদি নিয়মিত বেড়ে যায় তাহলে একদিন এই পৃথিবী হয়ে যেতে পারে নির্বীজ, এমনকি জীবশূন্য-ও। অবশ্য কয়েক বছর ধরে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বর্ধমান। ১৯৭২ সালেই সুইডেনের স্টকহোমে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'পরিবেশ' নিয়ে হয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। ১৯২২-র জুন মাসে পরিবেশ ও উন্নয়ন নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের যে সম্মেলন হয় রিও ডি জেনেরিও-য় তা বসুন্ধরা সম্মেলন হিসাবেই পায় পরিচিতি। তাছাড়া বিভিন্ন দেশেও প্রণীত হচ্ছে পরিবেশ সুরক্ষায় বিবিধ আইন। আমাদের দেশে প্রথম আইন তৈরি হয়েছিল ১৮৭৮-এ, নাম তার ভারতীয় বনভূমি আইন। তারপর একের পর এক অনেক আইনই প্রণয়নয় হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল জল (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৪; বায়ু (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১; জল (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) উপকর আইন, ১৯৭৭; পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮৬। পরিবেশ রক্ষার দাবিতে আমাদের দেশে আন্দোলনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ আন্দোলন এখন চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ আন্দোলন এখন বিশ্বজোড়া মাত্রা পেয়েছে। আন্তর্জাতিক ভাবনার এলাকাভিত্তিক প্রয়োগই হল পরিবেশ সংরক্ষণের উজ্জ্বল কম্পাস।

(চ) মৌলবাদ

মানবসভ্যতার অস্তিত্বকেই যারা বিপন্ন করে তুলছে মাঝে-মাঝে, থমকে দিতে চাইছে চিন্তা-ভাবনার অগ্রগতি তারই অন্যতম হল মৌলবাদ। মননের নির্বাসনে, মত্ততার অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন নরক যেন নেমে

আসে এই সুশোভনা ধরণীতে সেই মৌলবাদের পোশাক পরে। দাঁত-নখ বের করা বর্বরতা নেমে আসে একুশ শতকের পায়ে কখনও ভারতের মাটিতে, আরবের মরুমৃত্তিকায়। নেমে আসে আফগানিস্তানের গুহায় গুহায় পাহাড়ে পাহাড়ে, পাকিস্তানের নগরে বন্দরে, লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে, আফ্রিকার কৃষ্ণকায় খরার মণ্ডলে। জ্বলে গুজরাত, জ্বলে প্যালেস্তাইন। জ্বলে আসলে মনুষ্যত্ব, সংস্কৃতির মুখ, মেধা ও মনীষার মানচিত্র। বস্তুত ইংরেজি ফান্‌ডামেন্টালিজম শব্দটির চালু বাংলা হল মৌলবাদ। এ শিকড় রয়েছে লাতিনে বা ফরাসিতে। যখন কোন বিষয়ের মূলগত চিন্তাভাবনার উপলব্ধির মধ্যে অস্পষ্টতা-অস্বচ্ছতা-জড়তা থাকে, অথচ তা নিয়ে প্রকাশ পায় বিচিত্র-বিকৃত অন্ধতা, সেই তিমিরবিলাসী চিন্তাভাবনাকে বলা যায় মৌলবাদ। আবার, 'যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একটি বিষয়কে দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, নানাবিদ অপ্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজালে বেঁধে ফেলা হয়, যদি বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে একটি বিষয়ের প্রয়োগকে ব্যাহত করে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী চক্রের স্বার্থে তাকে কাজে লাগানো হয়, তাহলে বৈজ্ঞানিক বিচারে আমরা বলব চিন্তাভাবনা এবং কাজের ক্ষেত্রে মৌলবাদের প্রকাশ ঘটছে।' এবং এই মৌলবাদের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসে সাম্প্রদায়িকতা। বলাই বাহুল্য, মৌলবাদীরা সব সময়েই চান তাঁদের সমাজ হয়ে উঠবে শুদ্ধতায় পরিপূর্ণ, গোঁড়া, পিউরিটান, মনোলিথিক। এঁরা একমার্গী। এঁরা চান রাজনীতি ও ধর্মের মিলন। কার্যত কিছু কুসংস্কারকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে চিহ্নিত করা মৌলবাদের অন্যতম ধর্ম। এতে সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় ব্যক্তিবুদ্ধি, বিনষ্টি পায় ইতিহাসের সত্য, বিজ্ঞানের যুক্তি, দর্শনের বোধ, ধর্মের অন্তঃসার, সমাজবিবেক। দাপিয়ে বেড়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিভীষিকা, শোনা যায় মানবতার মর্মন্তুদ আর্তনাদ। তাই প্রশ্ন জাগে,

নাৎসিরা ছিল আরো কি ভয়ংকর?
নব-নাৎসিরা ফিরে এলো এই দেশে?
সবরমতিতে চালু গ্যাস চেম্বার।
ধর্ম কোথায়? লজ্জাও থমকায়।

(ছ) বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য

ঋতু-রঙ্গমঞ্চে বাংলা অপরূপা, প্রাণপ্রদীপ্তা। প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ বাংলাকে করেছে অনবদ্য, অসামান্য। একদিকে তার কোমল-মধুর মায়াময় প্রকৃতি, আর একদিকে তার রুক্ষ-কঠিন শুষ্ক-ভয়াল ভ্রূকুটি। বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য তার প্রকৃতিকে করেছে লীলাময়ী। ঋতুরঙ্গশালায় কখনো সে লাস্যময়ী, আবার কখনো রণরঙ্গিনী। সূর্যকে ঘিরে আবর্তনের পথে নিরন্তন পরিক্রমা করে চলেছে পৃথিবী। এরই ফলে পৃথিবীর নানা জায়গায় হয় উত্তাপের তারতম্য আর এই উষ্ণতার তারতম্যে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে পর্যায়ক্রমে শীত ও গ্রীষ্ম। প্রকৃতির রঙ্গশালায় জেগে ওঠে ঋতু-বৈচিত্র্যের লীলাখেলা। বাংলার প্রকৃতিও এই নিয়মের বাইরে নয়। এই ঋতুর পর অন্য ঋতুর চলে নিত্য আসা-যাওয়া, শোনা যায় আগমনী-বিজয়া। রুদ্র সন্ন্যাসীর পিঙ্গল জটাজাল বিস্তার করে বর্ষারম্ভেই দেখা দেয় ভয়াল-ভৈরব গ্রীষ্ম।

সূর্যের দাবদাহে নিষ্করুণ রুক্ষতার তপ্ত নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে শহরে ও গ্রামে, কাননে-প্রান্তরে। পাশাপাশি ঘটে ফলের সম্ভার। অবশেষে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে শ্যামল সুন্দর রূপে আসে বর্ষা। আষাঢ়-শ্রাবণে বর্ষার বিভঙ্গবিলাসে লীলায়িত হয় জীবনের নিগূঢ় তাৎপর্য। বজ্রমানিক দিয়ে গাথা বর্ষার মালা। বর্ষাশেষে ঘটে শরতের অভিষেক। একদিকে 'ভরা বাদর, মাহ ভাদর', আর একদিকে নীল আকাশে শাদা মেঘের ভেলা, অপরাজিতার নীল-বাহার, কাশের গুচ্ছ, শিউলির সুঘ্রাণ। শারদোৎসবে মেতে ওঠে প্রকৃতি। প্রাণের ছোঁয়ায় শরতের মহিমা। তারপর হেমন্তের মৃদু পদক্ষেপ। বড়ো কুণ্ঠিত, সংকুচিত যেন তার আগমন। কবির কথায় 'শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপর মাথা পেতে/অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকে ক্ষেতে'। হেমন্তের পরে শীত। রিক্ততার ছায়া সর্বত্র। 'আমলকি-ডাল সাজল কাঙাল/খসিয়ে দিল পল্লবজাল।' কখনো কখনো কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ কুয়াশার উপস্থিতি। গরম জামা-কাপড়ে শরীর জুড়ে সকলেই জবুথবু। উত্তরবঙ্গসহ বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বীরভূম-মেদিনীপুরে শীতের কামড় বেশ কঠিন। তবে বাতাসে বাতাসে এ সময়েই নলেন গুড়ের ঘ্রাণ, ফুলকপি-বাঁধাকপি-টম্যাটো-ধনে পাতার বাহার। সবশেষে ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব। নবযৌবনের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। 'আজি দখিন-দুয়ার খোলা/এসো হে, এসো হে, আমার বসন্ত এসো।' বাস্তবিকই বহুবর্ণময় বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য।

১২৩.৪ সারাংশ

অবান্তর প্রসঙ্গের ডালপালা ছেঁটে ফেলে, যুক্তির পারম্পর্যে গেঁথে, ভাষার মাধুর্যে রচনারীতির স্বাদুত্বে ও ঠাসবুনোটে একটি বিষয়কে একটি মাত্র অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত করাই হল আদর্শ অনুচ্ছেদ নির্মাণ। এ-ও হল এক ধরনের ভাষাশিল্প।

১২৩.৫ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে অনুচ্ছেদ রচনা করুন। দরকার মতো উত্তর-সংকেতের সাহায্য নিন।

(ক) *বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা—বিবেকানন্দের আদর্শ—মানবসেবায় বিবেকানন্দ—যুবসমাজের বর্তমান অবস্থা—উপসংহার।]

(খ) *যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস মূলত সৃষ্টির, শান্তির—যুদ্ধের কারণ—যুদ্ধের ভয়াবহ চেহারা—বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ—শান্তির প্রয়োজন—যুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়া—বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা—উপসংহার।]

(গ) *নিরক্ষরতা দূরীকরণ* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—নিরক্ষরতা কী ও কেন—ভারতের অবস্থা—সরকারি ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা—নিরক্ষরতা দূরীকরণে যুবসমাজের ভূমিকা—উপসংহার।]

(ঘ) *মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—মুক্তশিক্ষা কী—মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার রীতি—প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও ড্রপ আউট—মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা একটা আন্দোলন—পশ্চিমবঙ্গে মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা কোন্ স্তরে—উপসংহার।]

(ঙ) *ভারতের জাতীয় সংহতি* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—প্রাচীন ভারতের সংহতি—জাতীয় সংহতির গুরুত্ব—এদেশের হালফিল চেহারা—বিচ্ছিন্নতাবাদের কারণ—বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রতিরোধের উপায়—উপসংহার।]

(চ) *ড্রাগ ঃ সর্বনাশা অভিশাপ* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—ড্রাগ কাকে বলে—ড্রাগের উৎসভূমি---বাজার---ড্রাগ-আসক্তদের কীভাবে চেনা যায়—প্রতিরোধের উপায়—উপসংহার।]

(ছ) *বনসৃজন* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—প্রাচীন ভারতের বনভূমির মর্যাদা—বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বনভূমি—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বনভূমি—ভারতে শিল্পোদ্যোগ ও বনভূমি—রবীন্দ্রনাথ ও বনমহোৎসব—উপসংহার।]

(জ) *আমাদের জীবনে বিজ্ঞান* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—মানবসভ্যতা ও বিজ্ঞান—দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা—জীবনের নানাদিকে বিজ্ঞান—বিজ্ঞান নির্ভরতার প্রতিক্রিয়া—উপসংহার।]

(ঝ) *বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—বিজ্ঞানশিক্ষায় আগ্রহের কারণ—বিজ্ঞান শিক্ষার নানা স্তর—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি—দেশ ও জাতিগঠনে বিজ্ঞানশিক্ষার গুরুত্ব—উপসংহার।]

(ঞ) *বিজ্ঞান ও কুসংস্কার* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—বিজ্ঞান কাকে বলে—কুসংস্কার বলতে কী বোঝায়---সামাজিক ও ব্যক্তিগত কুসংস্কারের কিছু দৃষ্টান্ত—কুসংস্কার দূরীকরণে বিজ্ঞানের ভূমিকা—উপসংহার।]

(ট) *বাংলার কুটিরশিল্প* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—কুটিরশিল্প বলতে কী বোঝায়—বাংলার কুটিরশিল্পের পরিচয় ও তার গৌরবময় অতীত—পতনের কারণ---কুটিরশিল্পের গুরুত্ব---পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ও সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ—উপসংহার।]

(ঠ) *সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্পর্ক—সাহিত্য বলতে কী বোঝায়—সাহিত্যের উদ্দেশ্য—সভ্যতার অগ্রগতি ও সাহিত্য—ধ্রুপদী সাহিত্যের অমরত্ব—প্রতিবাদী সাহিত্য—বিশ্বশান্তি প্রসারে সাহিত্যের ভূমিকা—উপসংহার।]

(ড) *শীতের সকাল* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—ঋতুচক্রে শীতের তাৎপর্য—শীতের সকালের রূপ—শীতের সকালের আমেজ—শীতের সকাল ঃ শহরে ও গ্রামে—শীতের সকালের দুঃখ—উপসংহার।]